চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 109 Tuesday, 21 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১০৯ সংখ্যা ✱ ৬ চৈত্র, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ২১ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

মোহনবাগানকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ আইএসএল জেতার জন্য মোহনবাগানকে পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ক্লাব তাঁবুতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, মোহনবাগানের উন্নতির জন্য আরও ৫০ লক্ষ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। এর আগে গত বছর মোহনবাগান ক্লাবের সংস্কারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাগান তাঁবুতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি গত বছর এখানে এসেছিলাম। ক্লাবটা সুন্দর ভাবে গড়ে দিয়েছিলাম। বাংলার তিনটে ক্লাবেরই উন্নতি করেছে আমাদের সরকার। আমি আজ সমর্থকদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য ও মোহনবাগান ক্লাবের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও ৫০ লক্ষ টাকা দিচ্ছি। আমি অরূপকে বলব টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য।'' মোহনবাগান ক্লাবের কৃতিত্বে খুশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আপনারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বাংলায় পথ দেখায়। বাংলায় পথ দেখাবে। আগামী দিনে আপনারা বিশ্ব জয় করবেন। মোহনবাগান এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।'' প্রসঙ্গত মোহনবাগান আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই উচ্ছ্বাসের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। সেই উৎসবের আবহ নিয়ে এসেছিল আরেক সুসংবাদ। 'এটিকে মোহনবাগান' নাম থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে এটিকে। ক্লাবের নতুন নাম 'মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস'। ভারতসেরা হওয়ার অব্যবহিত পরেই এই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ছবি-সৌরভ দত্ত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ ভারত-জাপানের

বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পারস্পরিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ ভারত-জাপান কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পারস্পরিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক মঞ্চের আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তিশীল। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দুপুরে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আজ আমি প্রধানমন্ত্রী কিশিদাকে ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির অগ্রাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেছি। আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল দক্ষিণ গোলার্ধের অগ্রাধিকারের কথা বলা। যে সংস্কৃতি বসুধৈব কুটুম্বকমে বিশ্বাস করে, সবাইকে একত্রিত করে এগিয়ে যেতে বিশ্বাস করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে ভারতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি। বিগত এক বছরে, প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং আমি বেশ কয়েকবার দেখা করেছি এবং প্রতিবারই আমি ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতি তাঁর ইতিবাচকতা এবং প্রতিশ্রুতি অনুভব করেছি। এই গতি ধরে রাখতে তাঁর আজকের সফর উপকারী হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে আমি আবারও জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারতে প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে স্বাগত জানানোর সুযোগ পাব। আজ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা আমাকে জি-৭ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে এদিন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাতেও বসেন তাঁরা। সোমবার সকালেই ভারত সফরে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। পরে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। এরপরই হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন মোদী ও কিশিদা। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাতেও বসেন তাঁরা। পারস্পরিক স্বার্থের দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। আগামী পাঁচ বছরে ৩ লক্ষ কোটি টাকার জাপানি বিনিয়োগ হবে ভারতে ঘোষণা করেছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। সেই কাজে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলেই দাবি করলেন তিনি। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করবে ভারত ও জাপান। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যেন স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে দুই দেশ। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে জাপানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ক্রমেই বাড়ছে। এর ফলে ভারতের উন্নতি হবে, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকেও প্রচুর সুযোগ আসবে জাপানের কাছে। কিশিদা ঘোষণা করেন, গত বছর আমি ঘোষণা করেছিলাম, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে জাপান। সেই লক্ষ্যে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে পাঁচ জেলায় সফরে যাবেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে হাতে যে বেশি সময় নেই, তা পরিস্কার। আর সেই সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। আগামী মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচি টানা জেলা সফর শুরু করছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের তরফে সেই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। একঝলকে দেখে নেওয়া যাক কবে কোথায় সভা করবেন অভিষেক-৮ এপ্রিল-আলিপুরদুয়ার,১২ এপ্রিল-বাঁকুড়া,১৭ এপ্রিল-পূর্ব বর্ধমান,২০ এপ্রিল-উত্তর দিনাজপুর,২৯ এপ্রিল-আরামবাগ। এই সফরসূচির অধিকাংশ জেলাতেই তৃণমূলের সংগঠন খানিকটা হলেও দুর্বল। বিশেষত উত্তরের দুই জেলায়। তাই সেখান থেকেই সংগঠন ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করতে চান অভিষেক, এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। অন্যদিকে, বাঁকুড়া, আরামবাগেও সংগঠন নিয়ে চাপ আছে। তাই সেখানেও প্রচারে যাবেন অভিষেক নিজে। এই জেলা সফরের আগে অবশ্য মার্চের শেষে আরও দুটি কর্মসূচি রয়েছে অভিষেকের। আগামী ২৭ মার্চ নিজের সংসদীয় কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের আমতলা বাস টার্মিনাস উদ্বোধন। এবং ২৯ মার্চ শহিদ মিনারে ছাত্রযুব সম্প্রদায়ের সমাবেশ। সেখানে মূল বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর এপ্রিল থেকে টানা জেলায় জেলায় রাজনৈতিক কর্মসূচি। তাঁর পাশাপাশি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলা সফর শুরু করবে। মাসে অন্তত তিনবার তিনি বিভিন্ন জেলায় নিজে গিয়ে সংগঠনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে দলীয় বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা, ফের ফিরতে পারে বিধিনিষেধ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২০ মার্চ ঃ H3N2 ভাইরাস আর ইনফ্লুয়েঞ্জার মাঝে ফের নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা। বেশ কয়েক মাস পর দেশের দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ন'শোর গণ্ডি। সতর্ক হতে আবারও কি বিধিনিষেধ জারি করতে পারে কেন্দ্র? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সোমবারই এ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সোমবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন মোট ৯১৮ জন। বর্তমানে দেশে অ্যাকটিভ কেস ৬,৩৫০। দৈনিক পজিটিভিটি রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.০৮ শতাংশ। আর এর জেরেই ভারতের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৪৬ কোটি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ হাজারেরও বেশি করোনা পরীক্ষা হয়েছে। চিন্তার বিষয় হল এখনও পর্যন্ত করোনা কাড়ছে প্রাণ। একদিনে রাজস্থানে দু'জন, কর্ণাটক এক ও কেরলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি অ্যাডিনো ও ইনফ্লুয়েঞ্জার দাপট উদ্বেগ বাড়িয়েছে দেশবাসীর। ছোটদের যেমন অ্যাডিনোয় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তেমনই জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছেন বড়রা। তারই মধ্যে করোনা এখনও নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে চলেছে। আর সেই কারণেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মন্ত্রীরা। এই কারণেই বিধিনিষেধ ফেরার আশঙ্কা করছেন অনেকে। যদিও এমন কিছুই এখনও জানানো হয়নি। তবে ভিড় এলাকায় মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহারের বিষয়গুলি আবার ফিরতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত খবর

১৪ দিন বাড়ল সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ এবারও পেলেন না স্বস্তি। দিল্লি আবগারি নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় আরও ১৪ দিন বাড়ল দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজত। সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়ার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, দিল্লি আবগারি নীতি মামলার তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডির মামলায় ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রবর্তন নির্দেশালয়ের হেফাজতে রয়েছেন সিসোদিয়া।

ইডি হেফাজতে 'অসুস্থ' অনুব্রত

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ইডি হেফাজতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে তিহাড়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে আচমকাই শরীর খারাপ হয়ে পড়ে বীরভূমের এই নেতার। শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর বলে সূত্রের দাবি। সোমবার সকালে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অনুব্রতকে। দীর্ঘক্ষণ তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ইনহেলারও ব্যবহার করেন অনুব্রত। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবার অনুব্রতকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে? দোলের দিন অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যায় ইডি। তাঁকে হেফাজতে পান এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে তাঁকে এখনও গারদে রাখা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধুমাত্র রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি, পুরকর্মী এবং সরকারি ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত স্কুল বা কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারিদের ভোটকর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। আসন্ন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটকর্মী ও আধিকারিক নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনী আধিকারিকের নির্দেশেই ভোটকর্মী ও প্রিসাইডিং আধি কারিকদের নিয়োগ করা হবে। জেলাশাসক পঞ্চায়েত নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন। প্রার্থী বা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের কাউকে ভোটকর্মী হিসাবে যাতে নিয়োগ না করা হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। যে ব্লক এলাকায় নির্বাচন, সেই অঞ্চলের আবাসিক ঠিকানার কাউকেও ভোটকর্মী দলে রাখা যাবেনা বলে কমিশনের তরফে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দফতর বা প্রতিষ্ঠান থেকে ভোটকর্মী হওয়ার উপযুক্ত কর্মচারিদের তালিকা পাওয়ার পর যোগ্যপ্রার্থীদের বেছে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অমর্ত্য সেনের জমির জটিলতা কাটল

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২০ মার্চ ঃ উচ্ছেদের নোটিসের মাঝে কাটল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অমর্ত্য সেনের জমিজট। জেলাশাসক বিধান রায় জানান, বাবা আশুতোষ সেনের নামে থাকা জমি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যর নামে মিউটেশন করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে উচ্ছেদের নোটিস কার্যত অর্থহীন হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্বভারতী ও অমর্ত্য সেনের জমি জট নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। অমর্ত্য সেন ১৩ ডেসিম্যাল জমি দখল করে রেখেছেন বলেই অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বোলপুরে 'প্রতীচী' অর্থাৎ অমর্ত্য সেনের বাড়িতে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন নোবেলজয়ীর। তার জল গড়িয়েছে বহুদূর। বিশ্বভারতীর তরফে আপত্তিকর বিবৃতি দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন পেরতে না পেরতেই ফের জমি নিয়ে অমর্ত্য সেনকে নোটিস পাঠায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই চিঠিতে ২ দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যেই জমির সীমানা নির্দিষ্ট করার দিনক্ষণ জানতে চায় বিশ্বভারতী। এরপর জমির মিউটেশনের শুনানি হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। এদিকে, রবিবার নোবেলজয়ীকে উচ্ছেদের নোটিস ধরায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চিঠি পাঠিয়ে আগামী ২৯ মার্চ অমর্ত্য সেন বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে হাজির হতে বলা হয়।

কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বিজেপিঃ খাড়গে

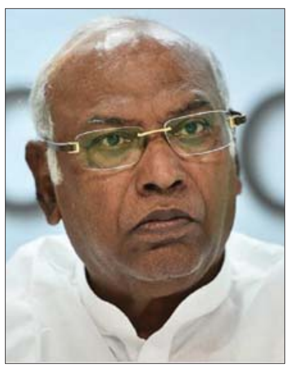

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ ফের একবার বিজেপির সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এবার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খাড়গে বলেছেন, কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বিজেপি, কিন্তু আমরা ভয় পাই না। তিনি আরও বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রা ৪৬ দিন আগে শেষ হয়েছে, এখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করছে তিনি (রাহুল গান্ধী) সেখানে কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এখন তাঁরা (দিল্লি পুলিশ) তাঁদের শনাক্ত করতে বলছে। আসলে কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বিজেপি, কিন্তু আমরা ভয় পাই না। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কর্মসূচি শুরু করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই পদযাত্রা শেষ হয় গত ৩০ জানুয়ারি। শ্রীনগরে এই কর্মসূচিতেই রাহুল বলেছিলেন, ''শুনেছি, মহিলারা এখনও যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছেন।'' কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই রবিবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে ১২, তুঘলক রোডে রাহুলের বাড়িতে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের একটি দল। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) সাগরপ্রীত হুডা। পুলিশের দাবি, নারী নির্যাতনের অভিযোগ গুরুতর। তাই কোনও নির্যাতিতার সম্পর্কে রাহুলের কাছে তথ্য থাকলে তা জানান তিনি। সে ক্ষেত্রে নির্যাতিতাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তদন্ত শুরু করা হবে। এদিকে, রাহুল গান্ধীর ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, তাঁরা সুযোগ দিলে তিনি (রাহুল গান্ধী) কথা বলবেন। গণতন্ত্রে যদি আমাদের কথা বলতে দেওয়া না হয় তাহলে চলবে কী করে?

তিহারই ঠিকানা অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারির

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি। ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হতেই সোমবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল মণীশ কোঠারিকে। এবার তিহার জেলই ঠিকানা অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারির। তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সূত্রের খবর, স্বামীর জেল হেফাজতের নির্দেশ শোনার পর এদিন ইডি'র তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন মণীশের স্ত্রী। নিজের স্বামীকে বারবার নির্দোষ বলে দাবিও করেন তিনি। ইডি হেফাজত শেষে সোমবার মণীশ কোঠারিকে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয়। এদিন ইডি'র আইনজীবী মণীশকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানাননি। ইডি'র দাবি, মণীশ কোঠারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়ে গিয়েছে। তাই আর নতুন করে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে মণীশকে জামিনে মুক্তি দিলে তদন্ত প্রভাবিত করতে পারেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজন হলে আবারও তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে ইডি। যদিও শুরু থেকেই জামিনের আবেদন জানান মণীশের আইনজীবী। তবে দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষের পর মণীশ কোঠারিকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আপাতত আগামী ১৪ দিন তিহাড় জেলেই থাকতে হবে অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকে। সূত্রের খবর, জেল হেফাজতের নির্দেশ শোনার পর স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন মণীশ কোঠারির স্ত্রী। এদিনও ফের কান্নাকাটি করেন। মণীশের স্ত্রী তাঁর স্বামীর হাতে মাদুলি তুলে দেন বলেও সূত্রের খবর।

বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ইডি'র তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গেও কথা বলেন মণীশ ঘরনি। তাঁর স্বামীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করেন। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ কোঠারির গ্রেপ্তারি নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। জানান, মণীশ মূল অভিযুক্ত না হলেও গরু পাচার মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর। আর খোদ অনুব্রত মণ্ডলই জেরায় মণীশ কোঠারির কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তাই

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলকে মঙ্গলবার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হবে। তাঁকেও শেষমেশ তিহাড় জেলে পাঠানো হয় কিনা, সেটাই এখন প্রশ্ন। তবে ইডি হেফাজতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে তিহারে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর বলে সূত্রের দাবি।

গ্রুপ ডি শূন্যপদে নিয়োগে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বহাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ এসএসসি গ্রুপ ডি শূন্যপদে নিয়োগ মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ থাকবে। তবে ১৯১১ জন গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিলের রায় বহাল রাখল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন চাকরি বাতিলের নির্দেশে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। কিন্তু শূন্যপদে নতুন করে নিয়োগের উপর যে স্থগিতাদেশ ছিল, তা বহালই রইল। শীর্ষ আদালত জানায়, এই মামলা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সেই কারণেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হল। আসলে এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগের জন্য কাউন্সিলিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেটা শেষ হয়ে প্রার্থী বাছাই হয়ে গেলে মামলায় জটিলতা বাড়তে পারে। সেকারণেই এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। এই নির্দেশের অর্থ হল আপাতত ১৯১১টি শূন্যপদে নতুন নিয়োগ করতে পারবে না স্কুল সার্ভিস কমিশন।উল্লেখ্য, কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি গিয়েছিল ১,৯১১ জন 'অযোগ্য' কর্মীর। সেই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বেতন ফেরত দেওয়ার। যদিও পরে হাই কোর্ট প্রাথমিকভাবে বেতন ফেরতের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। তবে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে ওই ১,৯১১টি শূন্যপদে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে হবে পর্ষদকে। বিচারপতির নির্দেশ মেনে সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ ডি'র কর্মীদের চাকরি বাতিল করে পর্ষদ। প্রথমে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান চাকরি হারানো ১৯১১ জনের একাংশ। কিন্তু সেখানেও বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হল না। তবে ওই শূন্যপদের নিয়োগে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বজায় রাখা হল।

এবার 'দেউলিয়া' সুইস ব্যাংক সামালের আশ্বাস মার্কিন-ইউরোপীয় সংস্থার

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ পরপর বন্ধ হয়েছে দুই মার্কিন ব্যাংক। এবার তার প্রভাব পড়ল ইউরোপেও। সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রেডিট সুইস ব্যাংক কিনে নিতে চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন ব্যাংক অফ সুইজারল্যান্ড। জানা গিয়েছে, ৩০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যাবে সুইজারল্যান্ডের প্রাচীন ব্যাংকটি। এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বের নানা দেশের ব্যাংকের তরফে যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, খুব তাড়াতাড়িই আর্থিক সংকট কেটে যাবে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে এক ধাক্কায় ক্রেডিট সুইস ব্যাংকের এক চতুর্থাংশ শেয়ার পড়ে যায়। নিজেদের বাঁচাতে সরকারের কাছে বিপুল ঋণ নিতে আবেদন করে। তারপরেই ইউনিয়ন ব্যাংকের তরফে জানানো হয়, ধুঁকতে থাকা সুইস ক্রেডিট ব্যাংক কিনে নিতে আগ্রহী তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপাতত পুরোপুরি অধিগ্রহণ হবে না সুইস ক্রেডিট ব্যাংক। তবে দুই ব্যাংক একত্রিত হয়ে কাজ করবে। ফলে চাকরি হারাতে পারেন বিপুল সংখ্যক কর্মী। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলির সরকারি ব্যাংকগুলি যৌথ বিবৃতি জারি করে। মার্কিন ফেডেরাল রিজার্ভের তরফে জানানো হয়েছে, অতিমারীর পরে এমন আর্থিক দুরবস্থা দেখা যায়নি। কিন্তু কানাডা, জাপানসহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মার্কিন ব্যাংক। বাজারে যেন নগদের লেনদেন সচল থাকতে পারে, যৌথভাবে সেই চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ব্যাংকের দাবি, প্রয়োজন পড়লে ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেওয়া হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই এই দুর্দশা কেটে যাবে বলেই আশাবাদী পশ্চিমি দেশের ব্যাংকগুলি।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সামাজিক মাধ্যমে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের দীর্ঘ পোস্টে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার 'আইপ্যাক' (প্রশান্ত কিশোর, পিকের সংস্থা) এর কর্মীদের জন্য খুলে দিলেন? বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র দফতর মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে সম্প্রতি তিনটি পদের জন্য কয়েকজনকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হবে। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার বিভাগের অধীনে কর্মরত হবেন। ১) চুক্তিভিত্তিক পরামর্শদাতা পদে প্রাথমিকভাবে ৫ জন নিয়োগ হবেন ২ বছরের জন্য। বেতন মাসে ১,২৫,০০০ টাকা। চুক্তির পুনর্নবীকরণ হলে চাকরির মেয়াদ বাড়তে পারে। ২) চুক্তিভিত্তিক জুনিয়র পরামর্শদাতা পদে প্রাথমিকভাবে ৫ জন নিয়োগ হবেন ২ বছরের জন্য। বেতন মাসে ৭৫,০০০-টাকা। চুক্তির পুনর্নবীকরণ হলে চাকরির মেয়াদ বাড়তে পারে। ৩) চুক্তিভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ক কার্যকারক পদে প্রাথমিকভাবে ১০ জন নিয়োগ হবেন ২ বছরের জন্য। বেতন মাসে ২৫,০০০ টাকা। চুক্তির পুনর্নবীকরণ হলে চাকরির মেয়াদ বাড়তে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর এবং মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় উভয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীন। তাই, বিরোধী দলনেতার দাবি, এই বিষয়ে কয়েকটি ন্যায্য প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। নিজের পোস্টে শুভেন্দুবাবু প্রশ্ন তুলেছেন। স্থায়ী সরকারি কর্মীদের বদলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের তাত্র্যপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা? শূন্যপদ সৃষ্টি না করে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে এড়িয়ে কী ভাবে নিয়োগ? এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সংরক্ষণের বিষয়কে কেন জেনে বুঝে অবহেলা করা হল। কর্পোরেট সংস্থার মাধ্যমে নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দায়বদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন রয়ে যায়। তবে একই সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩০০০ জন নিয়োজিত কর্মীদের একই পদে সমকাজের জন্য তুলনামূলকভাবে বেতন অনেক কম দেওয়া হয়, এখানে প্রায় দ্বিগুণ? এর পেছনে কি অভিসন্ধি রয়েছে? নিজেদের পছন্দের লোকেদের বসানো এবং তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগে থেকেই কি বেশি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে? ডব্লু টিএল (ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড) ইতিপূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী দফতর ও কার্যালয়ের জন্য নিয়োগ করেছে। সেই কর্মচারীদের বেতন প্রায় ১৩০০০-টাকার আশেপাশে। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে একই পদের জন্য বেতন দেওয়া হবে ২৫০০০-টাকা। এই অসমতা কেন? সম কাজে সম বেতন দিতে হবে। আমি দাবি জানাচ্ছি, সারা রাজ্যে কর্মরত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের বেতন বাড়িয়ে ২৫০০০-টাকা করে দিতে হবে। তা না হলে প্রতিবাদে রাস্তায় নামবে সকলে। প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই তাদের দাবি তারা তুলে ধরার চেষ্টা করবেবলে মনে করা হচ্ছে।

৩ দিনের সফরে রাশিয়া যাচ্ছেন শি জিনপিং

বেজিং, ২০ মার্চঃ চিনে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষা করবেন তিনি। সোমবার তিনদিনের সফরে মস্কোতে যাবেন শি জিনপিং।চিনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সফরে শি জিনপিং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। তবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যু।ক্রেমলিন বলেছে, দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতা একটি ‘ অংশীদারিত্ব ও কৌশলগত সহযোগিতা’ নিয়ে আলোচনা করবেন।বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পুতিনের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত রাশিয়ায় থাকবেন। অর্থা তার এই সফরটি হবে তিন দিনের।আশা করা হচ্ছে, এই সফর দুই দেশের বেশ কয়েকটি ‘ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হবে। মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বৈঠকের উদ্দেশ্য দ্বিপাক্ষিক আস্থা আরও গভীর করা।

বিজ্ঞানকর্মী শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের মরনোত্তর দেহদান

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃসোমবার ‘ সম্পাদক ও বিজ্ঞানকর্মী শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের (৬২) দেহ দান হল। রবিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মনোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনের এই নিরলস কর্মীর মৃত্যু হয়।মরণোত্তর দেহদানে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ‘ প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ব্রজ রায়ের মৃত্যুর পর সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। ব্রজ রায়ের মৃতদেহের প্যাথোলজিক্যাল অটোপসি করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। শ্যামলবাবু দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন। সূত্রের খবর, রবিবার সকালে তিনি পড়ে যান। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় ভর্তি করা হয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ওই দিনই তাঁর চোখ দান করা হয়। রাতে পিস হাভেনে মৃতদেহ রাখা ছিল।

তরুণ অধিকারীর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রীর শোক

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ রাজনীতিবিদ ডা.তরুণ অধিকারী সোমবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়।পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডা.তরুণ অধিকারীর প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ নৈহাটিতে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।তিনি ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালে নৈহাটি কেন্দ্রের বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃতরুণ অধিকারী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণ রাজনৈতিক ও চিকিৎসা জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর আত্মীয় পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

কোকরাঝাড়ে ইংরেজি বর্ণমালায় লেখা নাম মুছে দিয়েছে বড়ো ছাত্র সংস্থা

কোকরাঝাড় (অসম), ২০ মার্চঃ বড়ো বর্ণমালা ব্যবহার বাধ্যতামূলক বড়োল্যান্ড অর্থা বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এ। তাই বড়োল্যান্ড সদর কোকরাঝাড়ে ইংরেজি বর্ণমালায় লেখা সাইনবোর্ড বা সরকারি প্রকল্পে নাম-ফলক মুছে দিয়েছে নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থা (এবিএসইউ বা এবসু)। পাশাপাশি কোকরাঝাড় শহরের সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে তাদের সাইনবোর্ড বড়ো বর্ণমালায় লিখতে আহ্বান জানিযেছে এবিএসইউ। বড়োল্যান্ডে বড়ো ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে না দেখে সরব হয়েছে এবিএসইউ। বিটিআর-এ বা়ো ভাষার প্রধান্যের দাবি তুলে আজ সোমবার বড়োল্যান্ডের সদর কোকরাঝাড়ে বড়ো বর্ণমালা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ইংরেজিতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহৃত সাইনবোর্ডগুলি কালো কালি দিয়ে মুছে দিয়েছেন ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা।কোকরাঝাড় শহরের বিভিন্ন জায়গায় নগরোন্নয়ন বিভাগের নাম-ফলকেও ইংরেজি বর্ণমালায় লেখা শব্দবন্ধগুলি মুছে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এবিএসইউর সাধারণ সম্পাদক খামফা বসুমতারি বলেন, বড়ো ভাষাকে বিটিআর-এ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নামের বোর্ডে প্রথমে বড়ো, দ্বিতীয় অসমিয়া এবং তৃতীয় ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও কোনও গুরুত্ব না দেওয়ায় আজ এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

রাহুল গান্ধীর প্রতি নোটিশ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি নতুন মাধ্যমঃকংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বাসভবনে দিল্লি পুলিশের দেওয়া নোটিশকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি নতুন উপায় বলে বর্ণনা করেছে কংগ্রেস। দলীয় নেতারা বলেন, আদানি ইস্যু থেকে দৃষ্টি সরাতে সরকার এমন কৌশল অবলম্বন করছে।দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, নেতা অভিষেক মনু সিংভি এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট গত রবিবার কংগ্রেস সদর দফতরে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্রের নির্দেশে করা হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন। সিংভি বলেন, আজ হয়রানি, ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ৪৫ দিন আগে রাহুল যা বলেছিলেন তার জন্য ৩ দিনের মধ্যে দুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। রাহুল আগেই বলেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে শীঘ্রই উত্তর দেবেন।মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বলেন, একজন নেতা হিসাবে আমরা অনেক যাত্রা, জনসভা এবং সমাবেশ করি। আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে মত বিনিময় করি। এমতাবস্থায় তাদের উপর ভিত্তি করে পুলিশের পদক্ষেপ। দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।জয়রাম রমেশ বলেন, বিরোধীদের ১৬ টি দল সর্বসম্মতভাবে আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্ত চায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের এই দাবি মানতে হবে। রাহুল গান্ধী যখন সংসদে এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তখন থেকেই সরকার কোনও না কোনও অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী-কিশিদা, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাতেও বসেন তাঁরা। সোমবার সকালেই ভারত সফরে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। পরে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। এরপরই হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন মোদী ও কিশিদা। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাতেও বসেন তাঁরা। পারস্পরিক স্বার্থের দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

সংক্রমণ একটু কমে পৌঁছল ৯১৮-তে, ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৬,৩৫০, মৃত্যু ৪ জনের

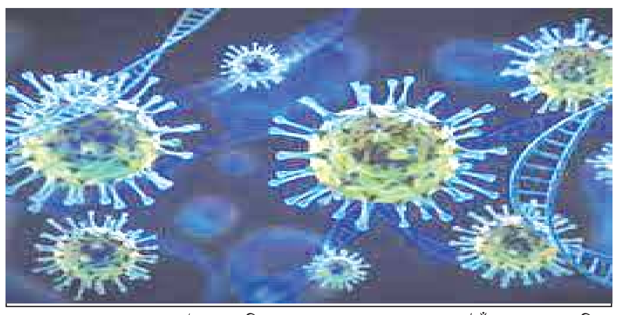

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চঃভারতে দ্রুততার সঙ্গে বা়ছে করোনার প্রকোপ! সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,৩৫০-তে পৌঁছেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৯১৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৩৫০-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৯৬,৩৩৮-তে পৌঁছেছে। ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮০৬-এ পৌঁছেছে। সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ০.৮৬ শতাংশ।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৯,১৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায়ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০১ হাজার ২৪৬ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,০৬,০৪৪।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৪৪,২২৫ জনের শরীর থেকেনমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

টিএমসি-র বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে, সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলছেঃমমতা

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ সাগরদিঘিতে হারের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ দিয়ে শুরু হল তৃণমূলে নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক। গত রবিবার সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী তোপ দাগেন, টিএমসি-র বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে।সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলছে। তাঁর আরও বিস্ফোরক বক্তব্য, অধীররঞ্জন চৌধুরী আরএসএস-এর হয়ে কাজ করছে।রবিবার মুর্শিদাবাদের জেলার নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসেই সেই ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকরাও। সাগরদিঘির উপনির্বাচনে হারের ক্ষত ভুলে সবাইকে একসঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাজে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ফোনে আলোচনা সেরেছেন তিনি। ফোনের লাউডস্পিকার অন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকলকে শোনানো হয়। নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন জেলার সাংসদ, বিধায়ক-সহ ৬ নেতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর সাফ বার্তা, সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হয়েছে। সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলেছে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বকে মাঠে নেমে সরকারি প্রকল্পগুলির বিশেষত সংখ্যালঘুদের জন্য যে যে কাজ হয়েছে, তা সবিস্তারে জানানো, বোঝানোর কাজ করতে হবে। শুনতে হবে অভাব-অভিযোগের কথা। ১৯ মিনিট ধরে নিজের বক্তব্য রাখেন মমতা।জেলা নেতৃত্বের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর মুর্শিদাবাদ সফরে যাবেন বলে জানিয়েছেন নেত্রী। জেলার নেতাদের তিনি বলেন, দল যে কর্মসূচী দিয়েছে সেই কাজ করতেই হবে। জেলায় মানুষ কোন কোন বিষয়ে অভাব-অভিযোগ জানাচ্ছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের কাছে রিপোর্ট আসছে। তাহলে জেলার জনপ্রতিনিধিরা কী করছেন? মানছি, সাগরদিঘিতে আমরা হেরেছি। তবে সেখানে অনৈতিক জোট হযেছিল, টাকার খেলা চলেছে। সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তবে ভোটের ফলে সবকিছু স্থির হয় না। প্রতি পঞ্চায়েত ও ব্লকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে হবে।

কোঠারি ভাইরা রাম মন্দিরের ভিত্তিভূমিতে তাদের জীবনের ফুল নিবেদন করেছেনঃসুধাংশু ত্রিবেদী

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ গত শনিবার কলকাতায় রাম শরদ কোঠারি ভাইদের সম্মানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ এবং মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী তাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে এটি একটি প্রথা ছিল যে যখনই একটি মন্দির তৈরি করা হয়, তার ভিত্তিতে পবিত্র ফুল দেওয়া হয়। রাম শারদ কোঠারি ভাইরা আজ নির্মিত হচ্ছে বিশাল রাম মন্দিরের ভিত্তিভূমিতে তাদের বলিদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের ফুল নিবেদন করেছেন।নব্বইয়ের দশকের রামমন্দির আন্দোলনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ওই সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে ছিলেন এবং গাড়ি সেবায় সক্রিয় ছিলেন। তখন করসেবকদের শ্লোগান হয়ে গিয়েছিল ‘ রামের শপথ, সেখানে মন্দির বানাবো, সরকারের বুলেট বুকে নেব, রামের শপথ, সেখানে মন্দির বানাবো’। রাম শরদ কোঠারি ভাইরা তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই শপথ পূরণ করেছিলেন। ত্রিবেদী বলেন, দেশ চিরকাল এই দুই ভাইয়ের আত্মত্যাগকে স্মরণ করবে এবং তাদের কাছে চির ঋণী থাকবে।রাম শারদ কোঠারি স্মৃতি সংঘ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ত্রিবেদী কবিতার মাধ্যমে দেশের জন্য জীবন উসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বলেন যে, যারা এই দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন তারা এমন দিব্য আত্মা যারা তাদের গুণের প্রতি নিবেদিত। তিনি বলেন, এই পৃথিবীতে অনেক ধরনের আত্মার জন্ম হয়। কেউ আসে পুণ্য অর্জন করতে আবার কেউ আসে পুণ্য সঞ্চয় করতে। রাম শারদ কোঠারি ভাই ছিলেন এমন একজন মহান আত্মা যারা রামের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন এবং সীমাহীন গুণাবলী সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি গালভানের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং রাম শারদ কোঠারি ভাইদের নামে প্রদত্ত প্রতিভা সম্মানের প্রশংসা করেছেন যারা দেশ ও সমাজের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন।অনুষ্ঠানে কোঠারি ভাইদের বোন পূর্ণিমা কোঠারিও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সিনিয়র নেতা অদ্বৈত চরণ দত্ত, অজয় নন্দী সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ সময় সীমান্তে জীবন উৎসর্গকারী সৈনিকদের পরিবারের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ শিশু ও যুবকদের সম্মান জানানো হয়।সুধাংশু ত্রিবেদী যখন ভাষণ শুরু করেন, তখন এখানকার কালা মন্দিরে উপস্থিত শত শত মানুষ জয় শ্রী রাম স্লোগান দেন। এটিও উল্লেখ করে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছিলেন যে সেনা বাহিনীতে রাজপুত রেজিমেন্টের যুদ্ধের আর্তনাদ হল রামচন্দ্র কি জয়, বিহার রেজিমেন্টের জয় বজরংবলী এবং গোর্খা রেজিমেন্টের আয়ো রি গোর্খালি জয় মা কালী। এই স্লোগান গুলো আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্বের প্রতীক ছিল, কিন্তু আজ তুচ্ছ রাজনীতির দোহাই দিয়ে এসব প্রতীককে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত করে খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে ঠাকুরনগরে স্নানোৎসব, মতুয়া ভক্তের ভিড় ঠাকুরবাড়িতে

ঠাকুরনগর, ২০ মার্চ ঃ ঠাকুরনগরে শুরু হল গত রবিবার মতুয়াদের মহাস্নানোৎসব ও বারুণি মেলার । গত রবিবার শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে কয়েক লক্ষ মতুয়া ভক্ত পুণ্য লাভের আশায় ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরে স্নান করেছেন।উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর বারুণি মেলা উপলক্ষে ভক্ত সমাগম। লক্ষ লক্ষ মতুয়াদের সমাগম। হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম জন্মতিথি। সেই উপলক্ষে কয়েক লক্ষ মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্ত পুণ্য লাভের জন্য কামনা সাগরে স্নান করেছেন। সময় যত গড়াচ্ছে ততই মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্তদের ভিড় বাড়ছে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। তিথি মেনে সকাল ৫টা বেজে ৫৭ মিনিটে থেকে স্নানের পুণ্য যোগ শুরু হয়েছে।রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে শুরু হচ্ছে মতুয়া ধর্মগুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম জন্মতিথি এবং মতুয়া ধর্ম মহামেলা। ৭ দিনের এই মেলায় যোগ দিতে মতুয়া ধামে আসতে শুরু করেছেন ভক্তরা। মেলায় যোগ দিতে গত শনিবারই ঠাকুরবাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল। তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন, মতুয়া মহামেলা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। তা মতুয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। আমার অনুরোধ, সবাই এই মেলা দেখুন...দয়া ও সেবার পথ দেখানোর জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদজীর প্রতি মানবজাতি চিরঋণী হয়ে থাকবে।সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ’এই রাজ্যের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী যিনি হরি গুরুচাঁদকে অসম্মান করে আনন্দে আটখানা হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে...রাজ্য সরকারের কোনও প্রয়োজন আমাদের পড়বে না’।ঠাকুরনগরের মতুয়া মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করছে পূর্ব রেল। শিয়ালদহ ডিভিশনের বনগাঁ শাখায় আপ- ডাউন মিলে মোট ১৪টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ-বনগাঁ ছাড়াও গেদে-ঠাকুরনগর, কৃষ্ণনগর-ঠাকুরনগর, কাঠগোদাম-ঠাকুরনগর রুটেও একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর ঘোষণা করা হয়েছে রেলের তরফে।

তৃতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি পেল নেপাল, শপথ নিলেন রাম সহায় প্রসাদ যাদব

কাঠমান্ডু, ২০ মার্চ ঃনতুন ও তৃতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি পাহাড়ি দেশ নেপাল। সোমবার নেপালের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেছেন রাম সহায় প্রসাদ যাদব। রাষ্ট্রপতি প্যালেসে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নেপালের তৃতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি হলেন রাম সহায় প্রসাদ যাদব। রাষ্ট্রপতির কার্যালযের শীতল নিবাসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নেপালের রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল ৫২ বছর বয়সী যাদবকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান।গত শনিবার নেপালের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন রাম সহায়, তিনি ৩০,৩২৮টি ভোট পান, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট লক্ষ্মী শাক্য ১৬,৩৩২৮টি ভোট পেয়েছেন। রাম সহায় ৫৮.০২ শতাংশ ভোট পান, যেখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্য ৩১.২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী কমান্ডারের বাড়িতে এসআইইউ-এর তল্লাশি অভিযান

পুলওয়ামা, ২০ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য তদন্ত ইউনিট (এসআইইউ) পুলওয়ামায় লস্কর-ই-তৈয়বা কমান্ডারের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।পুলিশ অফিসারের মতে, পুলওয়ামার কাকাপোরায় আব্দুল আজিজ ঘরের ছেলে গোলাম মহম্মদ-র বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলছে এবং বাড়িটি লস্কর-ই-তৈয়বার সন্ত্রাসী কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ ঘরের যিনি গত আট বছর ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সক্রিয় ছিলেন।পুলওয়ামা থানায় নং এফআইআর নং ২৩৯২০২২-এর অধীনে অনুসন্ধান অভিযান চালানো হচ্ছে।

সংসদের কাজকর্ম ফের পন্ড, তুমুল হইচইয়ে দুই কক্ষের অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.) শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সংসদে। আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিরোধীদের হইহট্টগোলে সোমবারও উত্তাল হল লোকসভা ও রাজ্যসভা। একইসঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বললেন বিজেপি সাংসদরা। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তুমুল হইচইয়ের কারণে প্রথমে সোমবার দুপুর দু’’টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে ফের উভয়কক্ষের অধিবেশন ফের শুরু হলেও, শান্তি ফেরেনি। তাই দিনের মতো দুই কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।এই নিয়ে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের একদিনও সেভাবে কাজকর্ম হল না সংসদে। সোমবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। শুরু থেকেই আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। আবার রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেন বিজেপি সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে সভার কাজকর্ম ঠিকভাবে চালান যাচ্ছিল না। একই পরিস্থিতি ছিল সংসদের উভয়কক্ষেই। তাই প্রথমে দুপুর দু’’টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।লোকসভার স্পিকার ওম বি।লা এদিন বলেন, সংসদ স্লোগান দেওয়ার স্থান নয়। সংসদের কাজকর্ম চলতে দিন। তারপরও থামেননি কেউ। দুপুর দু’’টোর পর অধিবেশন শুরু হলেও, স্লোগান, হইহট্টগোল চলতে থাকে। তাই দিনের মতো দুই কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

পঞ্জাবঃইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে

চণ্ডীগড়, ২০ মার্চঃ আজ ২১ মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যে ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত থাকবে। খালিস্তান সমর্থক এবং ওয়ারিস পাঞ্জাব দে সংগঠনের প্রধান অমৃতপাল সিং-র বিরুদ্ধে পঞ্জাব পুলিশের বড় ধরনের ক্র্যাকডাউনের পর শনিবার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট বন্ধের মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছে।উল্লেখ্য, প্রথমে গত শনিবার থেকে রবিবার এবং পরে সোমবার পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। এখন ইন্টারনেট বন্ধের মেয়াদ মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

গুজরাটের কচ্ছে ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প, কেউ হতাহত হননি

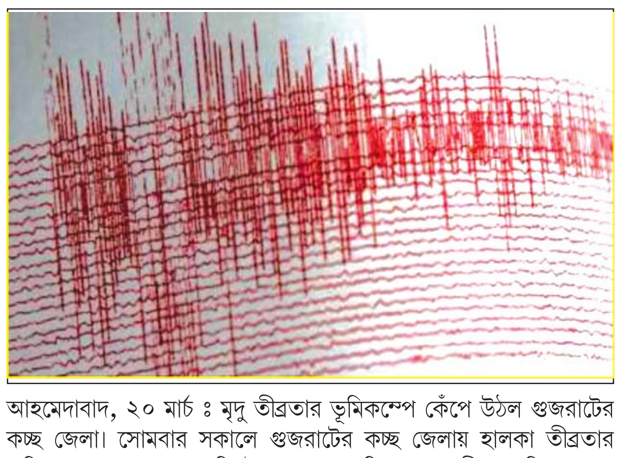

আহমেদাবাদ, ২০ মার্চ ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের কচ্ছ জেলা। সোমবার সকালে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় হালকা তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.২। সকাল ৭.৩৫ মিনিটে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। যদিও ভূমিকম্পের জেরে কোনও প্রাণহানি কিংবা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।গুজরাটে ভূমিকম্পের মাত্রা যেন বে।ইে চলেছে। দু-একদিন অন্তর অন্তরই সে রাজ্য থেকে ভূমিকম্পের সংবাদ মেলে। ইনস্টিটিউট অফ সিসমোলোজিকাল রিসার্চ জানিয়েছেন, কচ্ছ জেলার ভাচাউ শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। সকাল ৭.৩৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১ মার্চ ঃমঙ্গলবার, ৬ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৬ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৬ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ৬৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৪মিনিট এবং সূর্য অস্তযাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন হত্যেপারে।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। সন্তান হতে পারে আজ।
বৃষভ রাশিঃআধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে। শুভদিন
মিথুন রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
কর্কট রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিবাহের যোগ। শুভ দিন
সিংহ রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্হ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। শুভরং লাল।
কন্যা রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। যখন নতুন লগ্নির ব্যাপার আসে তখন স্বাধীন।
তুলা রাশিঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বাস্হ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব।
ধনু রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে উত্থিত কোন বিরুদ্ধাচারের মুখোমুখি হতে বিচক্ষণ এবং সাহসী হোন।
মকর রাশিঃ বাড়িতে অতিথি আগমন হতে পারে। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভ রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা ভালো হতে পারে। অর্থ সঞ্চয়
মীন রাশিঃ অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। আশা করা হচ্ছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থাকতে আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয়

দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০তম জন্মবার্ষিকী, দেশজুড়ে আরএসএসের কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সোমবার সঙ্ঘের তরফে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পানিপথে সদ্য সমাপ্ত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা ২০২৩ যের বৈঠকে এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলের বক্তব্যের লিখিত বিবৃতি সামনে এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, মহর্ষি দয়ানন্দের ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তের স্বয়ংসেবকরা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শ ছড়িয়ে দেবে সমাজের মধ্যে। প্রসঙ্গত, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বাংলার অনুশীলন সমিতি এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের কাজের দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন। মহর্ষির গো রক্ষা আন্দোলনের কথা, দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনভর গো হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি গো নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা এবং গোরু প্রতিপালনের কথা বলতেন, যা বর্তমানকালে আর্যসমাজের বিভিন্ন কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। বিবৃতিতে উঠে এসেছে মহর্ষির স্বদেশীয়ানার প্রসঙ্গও। তাঁর লিখিত গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মহর্ষি দয়ানন্দের ধারণা ছিল স্বদেশী, স্বভাষা, স্ববোধ ছাড়া স্বরাজ আসতে উঠতে পারেনা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে মহর্ষির ভাবনা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতার উপর মহর্ষি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিলেন, তিনি বলতেন, বেদের যুগে ফিরে চলো। নেশামুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়তে প্রতিটি স্বয়ংসেবক মহর্ষি দয়ানন্দের ২০০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করবে।

শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় যাত্রী ভোগান্তি অব্যাহত, সপ্তাহের শুরুতেই দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ- রানাঘাট শাখায় তৃতীয় লাইন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যাত্রী ভোগান্তি অব্যাহত। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই ট্রেন পরিষেবায় অনিয়মের জেরে নাজেহাল হতে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। এদিন সকালে যাত্রীরা জানিয়েছেন, বহু ট্রেন এমনিতেই বাতিল। প্রায় সব ট্রেনই দেরিতে চলছে। কিছু দিন আগে কল্যাণী ও নৈহাটি রেল স্টেশনের মাঝে রেলের ইন্টারলকিং সিস্টেম, দ্বিতীয় রেল লাইন ও অটো সিগন্যালের কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য ১৪ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত দৈনিক গড়ে প্রায় ২১ জোড়া ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে ভোগান্তি কমে যাওয়ার আশা করেছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু, ভোগান্তি একটুও কমেনি। সকাল সাড়ে সাতটায় শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা দেওয়া ডাউন রানাঘাট লোকাল নির্ধারিত সময়ের থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরিতে চলে। আবার সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের ডাউন শান্তিপুর-শিয়ালদহ লোকালও অনেক দেরিতে রানাঘাটে ঢুকেছে।

চোখের আলো কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভ্রাম্যমান অপারেশন থিয়েটার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে চোখের রোগের চিকিৎসার চোখের আলো কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন জেলায় ২৬ টি স্যাটেলাইট ওটি বা ভ্রাম্যমান অপারেশন থিয়েটার তৈরির কাজ চলছে। যার মধ্যে ১১ টির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।বাকি গুলি তৈরির কাজও দ্রুত শেষ করা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। দু'বছর আগে ২০২১ সালে রাজ্যে এই প্রকল্প চালু হয়। এরপর থেকে গত দুবছরে এর আওতায় ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৯০৪ জনের বিনামূল্যে ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৩৪ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ নিয়োগি জানান, এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন প্রান্তিক মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মূলতঃ এদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। চোখের আলো প্রকল্পের আওতায় দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যজুড়ে চক্ষু অপারেশন এবং চশমা বিতরণের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় কমপক্ষে একটি করে শিবির করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুর-এলাকাতেও শিবির করা হচ্ছে। গত ২০ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ মার্চ ঃ গঙ্গার ভাঙনের কবলে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া এলাকা। গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি। শ্মশান ঘাট, ঘাটের সিঁড়ি, ইট ভাটার জমি ইতিমধ্যেই তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গায়। গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাটের খুব কাছে দেখা দিয়েছে এই ভাঙনের সমস্যা। সোমবার গুপ্তিপাড়া পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকা পরিদর্শন করেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। গুপ্তিপাড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সূর্য মন্দির থেকে চর কৃষ্ণ বাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনালি চর পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গঙ্গার ভাঙন দেখা দিয়েছে। গত পঞ্চাশ বছর থেকে এই ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ভাঙন ঠেকাতে ফেরিঘাটের পাশে প্রায় ১২ হাজার বালির বস্তা দিয়ে পাইলিং করা ছিল। তাও তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে। গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিত নাগ বলেছেন, প্রায় প্রতিদিনই ভাঙছে গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার পাড়। গঙ্গার মাঝে চরা পড়েছে। জলের গতিপথ ঘুরে পাড়ে এসে ধাক্কা মারছে। আর সেই জলের তোড়ে পাড়ের মাটি ভেঙে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। শ্মশান, ফেরিঘাট ভাঙনের আশঙ্কায় দিন গুনছে। ইতিমধ্যেই সেচ দফতর এবং জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এর আগেও বলাগড়ের বিভিন্ন এলাকায় গঙ্গার ভাঙন নিয়ে এর আগে কেন্দ্র সরকারের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ।

অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দিরের রুপোর প্রতিরূপ তৈরি করেছে সুরাটের জুয়েলার্স

আহমেদাবাদ, ২০ মার্চ ঃ অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। অন্যদিকে, অযোধ্যার শ্রী রাম মন্দিরের নকশা অনুসারে

একটি রুপো প্রতিরূপ তৈরি করেছেন সুরাট-ভিত্তিক জুয়েলার্স। রুপোর তৈরি শ্রীরাম মন্দিরের ওজন ৬০০ গ্রাম থেকে ৩.৫ কেজি, যার দাম ৭০ হাজার থেকে ৫.৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। সুরাটের এক জুয়েলার্স সিলভার দিয়ে অযোধ্যায় তৈরি হওয়া বিশাল শ্রী রাম মন্দিরের প্রতিরূপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এজন্য প্রথমে কাঠ ব্যবহার করে শ্রী রাম মন্দিরের রেপ্লিকা তৈরি করেন, সঠিক নকশা তৈরির পর রুপোর মন্দির তৈরির জন্য খোদাই ও নকশার জন্য বাইরের কারিগরদের সাহায্য নেন। সুরাটের ডি. খুশালদাস জুয়েলার্সের দীপ চোকসি জানান, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য মানুষ প্রচুর পরিমাণে রুপো দান করেছে। অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দিরের একটি প্রতিরূপ করে রুপোর ব্যবহার করে লোকেরা পছন্দ করবে। এই চিন্তা থেকে তিনি মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান শ্রী রামের একটি রুপো মূর্তি তৈরি করেন, যা অযোধ্যায় নির্মাণাধীন শ্রী রাম মন্দিরের প্রতিরূপ। শুরুতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হলেও এজন্য তিনি প্রথমে কাঠ ব্যবহার করে শ্রীরাম মন্দিরের নকশা অনুযায়ী একটি প্রতিরূপ তৈরি করেন। নকশাটি যখন অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ শ্রীরাম মন্দিরের হুবহু মিল রয়েছে, তখন তিনি এটি রুপোর তৈরি করলেন।

চাপ কমাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ রাজ্যের গ্রামীণ ও ব্লক হাসপাতালের উপর চাপ কমাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে নতুন ২৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এককেটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করতে প্রায় এককোটি টাকা করে খরচ হবে। ১৭ টি জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেগুলি তৈরির জন্য স্বাস্থ্য দফতর প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও রাজ্যের যেসমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নিজস্ব ভবন নেই তাদের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য নয় কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এমন ২৩ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যে সব জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরি করা হবে সেগুলি হল, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, কোচবিহার, দার্জিলিং, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর এবং ডায়মন্ডহারবার ও রামপুরহাট স্বাস্থ্যজেলা। পাহাড় এবং সমতলের জন্য পৃথক বাজেট ধরা হয়েছে। জানা গেছে, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে তিনটি এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে। প্রতিটির জন্য ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায় প্রকৃতি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯৭ লক্ষ টাকা করে।

বালি বোঝাই লরি উল্টে দুর্ঘটনা

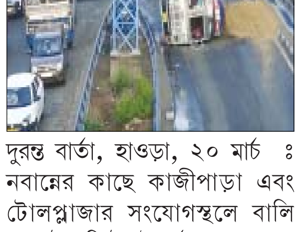

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ মার্চ ঃ নবান্নের কাছে কাজীপাড়া এবং টোলপ্লাজার সংযোগস্থলে বালি বোঝাই লরি উল্টে দুর্ঘটনা। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। বালি বোঝাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এর জেরে রাস্তায় বালি পড়ে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এদিন বালি বোঝাই লরি উল্টে ওই দুর্ঘটনায় লরির ভিতর থেকে চালক, খালাসি সহ ৪ জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে। এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দ্বিতীয় হুগলী সেতু ট্রাফিক গার্ডের আইসি জয়ন্ত সিংহ সহ ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। হাইরোড থেকে হাইড্রা এনে তার সাহায্যেই লরিটি তোলার ব্যবস্থা করা হয়। ওই দুর্ঘটনার জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিবপুর কাজীপাড়া অভিমুখী সব গাড়িকে টোলপ্লাজা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, কাজীপাড়া অভিমুখী গাড়িগুলো ঘুরিয়ে দেওয়ায় যানজট তেমন হয়নি। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই রাস্তায় পড়ে থাকা বালি সহ উল্টে যাওয়া গাড়ি সরিয়ে রাস্তা যান চলাচলের উপযোগী করা হয়।

বাজ পড়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার লাহিরিপুরে বাজ পরে মৃত্যু হয়েছে এক গৃহবধূর। সোমবার সকালেই বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মৃতের নাম রেবতী সরকার, বয়স ৩৮। এদিন সকালে মাঠ থেকে গরু আনতে যাওয়ার সময় বাজ পড়ে। সেই বাজেই মাঠে হঠাৎ মৃত্যু হয় মহিলার। আচমকা মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া। গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা-সহ জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। এদিনই প্রথম বাজ পড়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এই সময় বজ্রপাত অর্থাৎ বজ্রপাতের ঘটনাও বেড়ে যায়।

কমল পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই থাকল কলকাতায়। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন সকালেও মেঘাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। কিছু দিন আগেও যে পরিমান গরম ছিল সেই গরম একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার (২১ মার্চ) পর্যন্ত ঝড় - বৃষ্টি চলবে। এই সময়ে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকবে। তবে, বুধবারের পর থেকে ঝড়-বৃষ্টি থামবে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে, তারপর ফের চড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ।

কনজারভেন্সি'র ফান্ড থেকে শহরে বসবে কিয়স্ক, হবে নতুন ব্লাড ব্যাঙ্ক

বাজেট পেশ হাওড়া পুরসভায়, নতুন কোনও কর বসেনি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ মার্চ ঃ ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ হলো হাওড়া পুরসভায়। এবার মোট ৩৩৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। গত বছরের মতোই পরিকল্পনা অনুসরণ করে এবার বাজেট তৈরি করা হয়েছে বলে হাওড়ার পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এদিন জানান। তিনি বলেন, গত বাজেটে উন্নয়ন খাতে খরচ ধরা হয়েছিল ১৩৯ কোটি টাকা। এবছরের বাজেটে সেটা বেড়ে ১৬৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। উন্নয়ন খাতেই এটা খরচ হবে। এছাড়াও আয় বাড়াতে বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। গত বাজেটে ৭০ কোটি টাকার মতো আয় টার্গেট করা হয়েছিল। ওই টাকা পুরসভার আয় হয়েছিল। এবার সেটা বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। প্রপার্টি ট্যাক্স সহ বিভিন্ন খাতে এই আয় হবে বলে টার্গেট ধরা হয়েছে। এছাড়াও পুরসভার অন্তর্গত সাতটি বরোকে গত বছর যেখানে মোট ১৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল এবারে তা বাড়িয়ে ২০.৪২ লক্ষ টাকা ফান্ড দেওয়া হবে। বরোগুলোকে দেওয়া এই ফান্ডের মধ্যে ১৪ কোটি টাকা রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এক কোটি টাকা বিভিন্ন সিভিল ওয়ার্ক এর জন্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ কোটি টাকা ইলেকট্রিক্যাল খাতে ব্যয় করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি বরোকে ছয় লক্ষ টাকা করে ফান্ড দেওয়া হবে গ্রীন এরিয়া ডেভেলপমেন্ট এর জন্য। যেখানে সেই বরোই ঠিক করবে কোন পার্ক তারা ডেভেলপমেন্টের কাজ করবে। সেই টাকায় পার্কের সৌন্দর্যায়ণ হবে। সুজয়বাবু জানান, ইউডিএমএ থেকে প্রচুর টাকা তারা পেয়েছেন। এছাড়াও তাদের ফান্ড ১৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবার তিরিশ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ অ্যাডেড এরিয়ার জন্য জন্য ৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এবং বাকি ওয়ার্ডগুলোর জন্য ২২ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এবার কনজারভেন্সি বিভাগে বাজেট ধরা হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাউস হোল্ড সেগ্রিগেশন এর কাজ ছাড়াও ট্রিপার ট্রাক কেনা হবে। ১৫ টি ছোট এবং ১০ টির মতো বড়ো ট্রিপার ট্রাক কেনা হবে পুরসভার তরফ থেকে। এছাড়াও কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্টের ফান্ড থেকে এবার এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শহরের রাস্তায় পুলিশের যেমন কিয়স্ক দেখা যায় অনেকটা তেমনই হাওড়ায় পুরসভার উদ্যোগে প্রায় পঞ্চাশটির মতো নতুন কিয়স্ক তৈরি করা হবে। যেখানে পুরসভার কর্মীরাই কয়েক ঘন্টা ডিউটি দেবেন সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে। অনেক সময় সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা জানাতে চিঠি নিয়ে পুরসভায় আসেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পুরসভায় আসতে বা বরো অফিসে আসতে দূরত্বের কারণে সমস্যা হয়। সেই সমস্যায় যাতে আর কেউ না পড়েন তার জন্যই আগামী দিন এই কিয়স্কগুলি কাজ করবে। যেখানে মানুষ গিয়ে বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা জানিয়ে চিঠি দিতে পারবেন এবং তারা বিভিন্ন ইনফরমেশন এখান থেকে

জানতে পারবেন। এই পরিকল্পনা সম্ভবত হাওড়া পুরসভাই প্রথম করছে। এছাড়াও এবারের বাজেটে ড্রেনেজ খাতে গত বছরের ১২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। উন্মুক্ত ড্রেন ধীরে ধীরে কভার করা হবে। অনেক সময় দেখা যায় বহুতলের মাঝে ড্রেন সাফাই করতে সমস্যা হয়। তাই এবারে সেই সমস্ত ড্রেনগুলি স্ল্যাব দিয়ে কভার করা হবে। এবং সেখানে সপ্তাহে একদিন বা কয়েকদিন অন্তর সেই স্ল্যাব সরিয়ে ড্রেনগুলি পরিষ্কার করা যাবে। পার্কস এবং গার্ডেনের জন্য এবার ছয় লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। শরৎ সদনের সামনে মেট্রো রেলের যে প্রজেক্ট হচ্ছে সেই এলাকায় গ্রিন স্পেস ডেভেলপমেন্টে সেখানে পুরসভার তরফ থেকে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন উইথ ফাউন্টেন করা হবে। ইতিমধ্যেই সেই ডেভেলপমেন্টের কাজের জন্য ভিজিট করা হয়েছে। তবে এবারে বাজেটে কোনও কর বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়নি। এদিন সুজয়বাবু আরও জানান, এতদিন হাওড়ায় জেলা সরকারি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক ছিল। এবার আমরা হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে রোটারি ইন্টারন্যাশনালের আর্থিক সহায়তায় একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চলেছি। রোটারি ইন্টারন্যাশনাল পুরো ফান্ড দেবেন। প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা এই খাতে খরচ হবে। এছাড়াও হাওড়ার পঞ্চাননতলায় থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের ডেভেলপমেন্টের কাজ রোটারি ইন্টারন্যাশনাল করবে। পঞ্চাননতলায় পুরসভার যে বরো অফিস আছে সেই বরো অফিসের সিক্সথ ফ্লোরে এই ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হবে। জায়গা আমরা দিচ্ছি। তৈরি করবে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল। এটি তৈরি হলে সাধারণ মানুষকে রক্তের জন্য আর সব জায়গায় ছুটতে হবে না। এটা পুরসভা সিএসআর প্রজেক্টে করছে। প্রজেক্ট তৈরি হলে তখন কি কি ফেসিলিটি পাওয়া যাবে সেটা জানানো হবে। তবে যেহেতু এটা পুরসভার উদ্যোগে হচ্ছে তাই এটা ব্যবসার জায়গা হবে না বলেই সুজয়বাবু দাবি করেছেন।

শান্তনুর ঘনিষ্ঠ রাকেশের দাবি তিনি কোনো কোম্পানি দেখেন নি, কোনো কোম্পানি আছে বলে জানেন না

বনস্পতি দে, হুগলি, ২০ মার্চ ঃ তাঁকে কোম্পানির ডিরেক্টর করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনও কোম্পানি চোখেই দেখেননি, কাজও করেননি। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কোম্পানির ডিরেক্টর করেছিলেন পুড়শুড়ার তকিপুরের যুবনেতা রাকেশ মণ্ডলকে। শুধুই কাগজ কলমে আর যুবনেতা রাকেশ মণ্ডলের নিজের কথায়, দাদা, আমার কাছে আধার, প্যান সহ কিছু নথি চেয়েছিলেন, আমি দিয়েছিলাম। দুটো পেপারে স্বাক্ষর করতে বলেছিল, করে দিয়েছিলাম। কোম্পানি আজ অবধি আমি দেখিনি। কোম্পানির কোনও কিছু ভোগও করিনি। বলাগারে তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই একের পর এক শান্তনু ঘনিষ্ঠকে আতস কাঁচের তলায় আনছেন তদন্তকারী অফিসাররা। এরকমই এক নাম উঠে এসেছে হুগলির পুড়শুড়া থেকে। পুড়শুড়ার তকিপুরের যুবনেতা রাকেশ মণ্ডল। ইডির স্ক্যানারে পুড়শুড়ার তকিপুরের যুবনেতা রাকেশ মণ্ডল। শান্তনুর একাধিক কোম্পানির মধ্যে 'ইভান কনটেন্ট' সংস্থার ডাইরেক্টর ছিলেন এই রাকেশ। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনীতিগত ভাবে তাঁর 'অভিভাবক' এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রাকেশ। রাকেশ বলেন, তাঁর সঙ্গে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল, তাই আমাকে কিছু ডকুমেন্ট চেয়েছিল দিয়েছিলাম। কোনও কিছু না বুঝেই শুধুমাত্র সম্পর্কের খাতিরে তিনি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির ডিরেক্টর পদে বসে যান বলে জানান রাকেশ। যদিও এখনও পর্যন্ত রাকেশকে ইডির তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডাকা হয়নি। তবে ডাকা হলে তিনি প্রস্তুত আছেন বলেই জানান। রাকেশ বলেন, আমাকে ডাকা হলে আমি নিশ্চয় যাব। আমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে, যেটুকু জানি পুরোটাই বলবো। তবে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে দাবি করেন। রাকেশ বলেন, ওঁর নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। নিয়োগের বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। রাকেশ বর্তমানে খানাকুল বিডিও অফিসে চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি পদে কর্মরত। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সম্পত্তির হদিশ করছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। শান্তনুর সম্পত্তির ব্যাপারে রাকেশ জানান, কিছু সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর কাছে খোঁজ ছিল। কিন্তু বাকি সম্পত্তি ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও সন্ধান ছিল না। ইডি সূত্রে খবর, বলাগড়ে গঙ্গার ধারে বড় এলাকা জুড়ে রয়েছে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশালাকার বাগানবাড়ি। এ ছাড়াও নামে, বেনামে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে। বিলাসবহুল রিসর্ট রয়েছে। শান্তনুর আরও এক সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে চুঁচুড়াতেও।

রাজ্যের সমস্ত দফতরে 'জব র‍্যাকেট' ছড়িয়ে পড়েছে, আদালতে দাবি ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারের পর সোমবার নগর দায়রা আদালতে তোলা হয় তৃণমূলের প্রাক্তন যুবনেতা শান্তনুর ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলকে। পাশাপাশি সোমবার ট্রলিতে চাপিয়ে বেশকিছু নথিও আনা হয় আদালতে। এদিন আদালতে ইডি আইনজীবী বলেন, আমরা সোনার খনিতে প্রবেশ করেছি। জানি না কত পরিমাণ গোল্ড রয়েছে। এই অভিযুক্ত গ্রেফতারের সঙ্গে যে পরিমাণ টাকা হদিশ পাওয়া পাশাপাশি যে ধরণের নথিও উদ্ধার হচ্ছে, তাতে আমরা স্তম্ভিত। আমরা এতদিন শুধু শিক্ষা দফতরের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি শিক্ষা নয়, রাজ্য সরকারে প্রায় সমস্ত দফতরে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। ৬০ টি পুরসভায় বেআইনিভাবে ৫০০০ চাকরি হয়েছে। গোটা রাজ্যের সমস্ত দফতরে 'জব র‍্যাকেট' ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন অয়নের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, করপোরেশনে যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, তা করার জন্য পারমিশন ছিল অয়নের কাছে। এই প্রেক্ষিতে বিচারক বলেন, কে পারমিশন দিয়েছিল সরকার? অয়নের আইনজীবী হেসে সম্মতিও জানান। এদিন ইডি ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানায়। যদিও শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত। এদিকে ইডি সূত্রের খবর, সল্টলেক এফডি ব্লকে অয়নের অফিসে হানা দিয়ে ইডি আধিকারিকরা উদ্ধার করেছে ৩০০ টিরও বেশি ওএমআর শিট। অ্যাডমিট কার্ড ও ক্যান্ডিডেট লিস্টের জেরক্স কপিও উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা। ৬০ টি-র বেশি পুরসভা নিয়োগের ওএমআর শিট উদ্ধার করা হয়েছে। সাতটি হার্ড ডিস্ক সহ দুটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। উদ্ধার করা হয়েছে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ দুটি গাড়ির নথিও।

কৌস্তভের বাড়িতে সিআরপিএফ মোতায়েন সম্ভব নয়, হাই কোর্টকে কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর বাড়িতে সিআরপিএফ মোতায়েনে সমস্যা রয়েছে। প্রশ্নের উত্তরে সোমবার কেন্দ্রের তরফে আদালতকে একথা জানানো হয়। মাঝরাতে বাড়িতে পুলিশের হানা, তল্লাশি, গ্রেফতারের ঘটনায় কৌস্তভ বাগচী মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাই কোর্টে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ তুলে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা দিতে পারবে কি না, মামলার আগামী দিনে তা জানাতে হবে সিআরপিএফকে। কৌস্তভ নিজেও সিআরপিএফ নিরাপত্তার আরজি জানিয়েছিলেন। সোমবার মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, কৌস্তভের বাড়িতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন সম্ভব নয়। সিআরপিএফের অফিস থেকে কৌস্তভের বাড়ির দূরত্ব বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি হাই কোর্টের পূর্ব নির্দেশ মতোই এদিন বিচারপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, এই সমস্যার কোনও সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব কি না তা নিয়ে আইনজীবীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন। কৌস্তভ বাগচী একজন আইনজীবী ও মুখ্যমন্ত্রী সকলের মুখ্যমন্ত্রী। এই দুর্ভাগ্যজনক বিতর্কের শেষ হওয়া দরকার বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে গত ৪ মার্চ মাঝরাতে কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীকে গ্রেফতার করেছিল বড়তলা থানার পুলিশ। কৌস্তভকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে ওই দিনই জামিন পান তিনি।

এটিএম-এ দু''হাজার টাকার নোট না রাখার কোনও নির্দেশ দেয়নি সরকার ঃ নির্মলা সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ এটিএম-এ গেলে শুধুই বের হচ্ছে ৫০০ টাকার নোট। দু''হাজারের নোট কিছুতেই মিলছে না এটিএম থেকে। কিন্তু কেন? এই বিষয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। এই নিয়ে সোমবার লোকসভায় লিখিত জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বললেন, ব্যাঙ্কগুলিকে দু''হাজার টাকার নোট এটিএম-এ না রাখার কোনও নির্দেশই সরকার দেয়নি। ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের ইচ্ছাতেই ক্যাশ ভেন্ডিং মেশিনে টাকা রাখছে। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৭ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত ৫০০ টাকা এবং দুই হাজার টাকা মূল্যমানের ব্যাঙ্ক নোটের মোট মূল্য ৯.৫১২ লক্ষ কোটি টাকা ছিল এবং মার্চ পর্যন্ত ২০২২-এর শেষে ছিল ২৭.০৫৭ লক্ষ কোটি টাকা। তিনি বলেন, আরবিআই বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯-২০ থেকে দুই হাজার টাকার নোট সরবরাহের জন্য ইন্ডেন্ট স্থাপন করা হয়নি।

নিমন্ত্রণ খেয়ে অসুস্থ হয়ে বহু মানুষ, ভর্তি পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ মার্চ ঃ এবার অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার খেয়ে অসুস্থ প্রায় ৩০ জন। ভর্তি স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে ও জয়নগর ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত জয়নগর ১ নং ব্লকের রাজাপুর করাবেগের পঞ্চায়েতের বাটরা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রবিবার বাটরা গ্রামের এক ব্যক্তির অনুষ্ঠান

বাড়িতে নিমন্ত্রিত হিসাবে খাওয়ার পরে রবিবার রাত থেকে অসুস্থ হতে শুরু করেন গ্রামের বেশ কয়েকজন মানুষ। তৎক্ষনাত তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসদের কাছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সোমবার দুপুরে তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েক জনকে ভর্তি করা হয় জয়নগর পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসা চলছে তাদের। অনুষ্ঠান বাড়ির খাবার থেকে কোনো ভাবে বিষক্রিয়া ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মূলতঃ পায়খানা ও বমির উপসর্গ রয়েছে এই সব রোগীদের। আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্কে আরও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে এলাকায়। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান প্রশাসনিক আধিকারিকগন। বাটরার ওই গ্রামে মেডিকেল টিম গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।। অসুস্থ সবারই চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল।

অয়ন শীলকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেপাজতের আদেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অয়ন শীলের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ উঠে আসছে। শুধু চাকরি বিক্রিই নয়, জোর করে জমি দখল, এমনকি এজেন্ট লাগিয়ে টাকা তোলা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মতো নানান অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে অয়ন গ্রেফতার হওয়ার পর। সোমবার আদালতে তোলা হলে অয়নকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত তাকে ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। এবার শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির সুইসাইড নোটেও নাম পাওয়া গেল অয়ন শীলের। দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলতে এলাকায় দালাল নিয়োগ করেছিলেন অয়ন। সেই টাকা নিয়েও চাকরি দিতে না পারায় শেষে আত্মঘাতী হন শ্রীকুমার এবং তাঁর ছেলে রূপকুমার। অথচ এলাকায় শ্রীকুমারের সুনামই ছিল।

দিল্লিতে ডিলারদের বিক্ষোভ, রেশন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা পশ্চিমবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ ১১ দফা দাবি জানিয়ে বুধবার সংসদ অভিযান কর্মসূচি নিয়েছে দেশের রেশন ডিলাররা। পশ্চিমবঙ্গের রেশন ডিলারদের একাংশ সোমবার সেখানে রওনা হচ্ছেন। ফলে তিন দিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রেশন বন্টনের পরিষেবা ব্যহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের ডাকে সংসদ অভিযানের মাধ্যমে গণ স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি হবে। দিল্লির যন্তর মন্তরে বুধবার সকাল ১১টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত চলবে বিক্ষোভ কর্মসূচি। মোট ১১ দফা দাবি জানাবেন রেশন ডিলারদের ফেডারেশন। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছেন এ রাজ্যের কিছু রেশন ডিলাররা। ফেডারেশন সূত্রে সোমবার দাবি করা হয়েছে, বিষয়টি জানিয়ে রাজ্যের খাদ্য সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকির কাছে আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল। রেশন ডিলারদের ১১ দফা দাবির মধ্যে আছে গরিব মানুষের স্বার্থে এনএফএসএ কার্ডধারীদের অতিরিক্ত ৫ কিলো খাদ্যশস্য সরবরাহ পুনর্বহাল, রেশন ডিলারদের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা নিশ্চিত করা, কুইন্টাল পিছু কমিশন বাড়ানো, দেশের প্রত্যেক নাগরিককে রেশন প্রদান, করোনায় মৃত রেশন ডিলারদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, রেশনের গুণমান বজায় রাখা প্রভৃতি।

পতন অব্যাহত শেয়ার বাজারে, সেনসেক্সের সূচক দাঁড়িয়েছে ৫৭ হাজারে

মুম্বই, ২০ মার্চ ঃ সপ্তাহের প্রথম দিনেই পতন শেয়ার বাজারে। সোমবারের মাঝারি পতনে সেনসেক্স নামল সাড়ে ৫৭ হাজারের কাছাকাছি। নিফটি নেমেছে ১৭ হাজারের নীচে। এর জেরে চিন্তার ভাঁজ বিনিয়োগকারীদের কপালে। সোমবার সেনসেক্স পড়েছে ৩৬০.৯৫ পয়েন্ট বা ০.৬২ শতাংশ। দিনের শেষে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৫৭ হাজার ৬২৮.৯৫ পয়েন্টে। এদিন নিফটির পতন হয়েছে ১১১.৬৫ পয়েন্ট বা ০.৬৫ শতাংশ। বাজার বন্ধের সময় নিফটি হয়েছে ১৬ হাজার ৯৮৮.৪০ পয়েন্ট। নিফটির ৫০টি কোম্পানির মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩টি কোম্পানি। শেয়ার মূল্য কমেছে ৩৭ টি কোম্পানির। এদিন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসই অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২০৬০ টি কোম্পানির মধ্যে ৪৭১ টি বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। কমেছে ১৫৮৭ টি কোম্পানির শেয়ার দর। আদানি গ্রুপের একটি শেয়ার বাদে অন্য সব কোম্পানির শেয়ার মূল্য অনেকটা পরিমাণে পড়েছে। দুটি মার্কিন ব্যাঙ্কে তালা ঝোলার পর ক্রেডিট স্যুইসের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কাদুনিয়া জুড়ে মন্দার আশঙ্কার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের কাছে অনেকটাই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১০৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৬ চৈত্র, ১৪২৯

ইউক্রেন কি দুই ভাগ হচ্ছে?

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে যুদ্ধ পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন একটি ভাগ আমেরিকার পক্ষে থাকবে। আর একটি ভাগ রাশিয়ার দিকে থাকবে। একেবারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যেভাবে জার্মানকে ভাগ করে নিয়েছিল বিশ্ব শক্তিরা। রাশিয়ার স্ট্যালিন জার্মান দেশটাকে পুরো গ্রাস করতে উদ্যেগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি একমাত্র আমেরিকা এবং ব্রিটেনের জন্য। নাহলে পুরো জার্মানটাই রাশিয়ার দখলে চলে যেত। জাপানকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার স্ট্যালিন। কিন্তু তা করতে পারেনি একমাত্র ব্রিটেনের জন্য। আমেরিকার সেনারা জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার ফলে জাপান তখন পুরোপুরি আমেরিকার দখলে চলে গিয়েছিল। এদিকে ব্রিটেন নৌ সেনারা ভারত মহাসাগর পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া তখন নৌ বাহিনীতে শক্তিশালী ছিল না। তারা স্থলবাহিনীতে শক্তিশালী থাকলে নৌ সেনা বলতে তখন রাশিয়ার কোনও কিছুই ছিল না। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সঙ্গে নৌ সেনাতে পাল্লা দিতে গিয়ে রাশিয়া নৌ সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। জার্মানকে পুরো গ্রাস করে নেওয়ার পরিকল্পনাকে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটেন এবং আমেরিকা শক্তি। রাশিয়া যাতে পুরো জার্মান দখল না করতে পারে তার জন্য বিশাল সেনা বাহিনী পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল বার্লিনে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। তার ফলে একটি স্থানে রুশ সেনাদের থমকে যেতে হয়েছিল। এবারে সেটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে নেওয়ার বিশ্ব রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিভকে আমেরিকা এবং ব্রিটনের তাদের কব্জায় রাখতে চায়। আর এদিকে মারিয়ুপোলকে দখলে রাখতে চায় রাশিয়া। কিভ সফর করতে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋশি সুনক। তার আগে ব্রিটেরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন দুইবার কিভতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ব্রিটেন সফর করেছেন। তিনি হাউস অব কমন্সে বক্তব্য রেখেছেন। আবার তিনি আমেরিকা সফর করেছেন। সেনেটে গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে জার্মান দেশের মতো ইউক্রেনকে ভাগ করে নিতে চলেছ বিশ্বের মহা শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা এবং রাশিয়া। এদিকে চিন আবার ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবারে ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চিনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত থামানোর প্রয়োজন। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট একেবারে বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে ক্রাইমিয়া সফরে গিয়েছিলেন। গোটা সফরটা গোপন রাখা হয়েছিল। নিজের গাড়ি চালিয়ে ক্রাইমিয়া সফর করেছেন। রাস্তায় রাস্তায় থেকে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন পুতিন। ইউক্রেনের উপদ্বীপটি রাশিয়ার অধীনে নয় বছর ধরে রয়েছে। এবং রাশিয়া সঙ্গে সংযুক্তকরণ করে দিয়েছে। সেখানে বাচ্চাদের জন্য তৈরি একটি স্কুল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পুতিন। তারপরে পুতিন মারিয়ুপোলে গিয়ে উপস্থিত হন। দীর্ঘ লড়াই করার পর রাশিয়া অবশেষে এই শহরটিকে দখল করে নিয়েছে। রাশিয়ার তরফ থেকে বলা হয়েছে যে ডনবাসকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পুতিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে গোটা শহর পরিদর্শন করেন। ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাতের বেলায় পুতিন নিজে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। এবং মাঝে মধ্যে রাস্তায় থেমে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। মারিয়ুপোলের নির্বাসিত মেয়র বলেছেন পুতিন একজন যুদ্ধাপরাধী নিজেই গাড়ি চালিয়ে ধ্বংসের কাজকে দেখতে এসেছেন।

ভারত রক্ষায় পিতামহ ভীষ্ম

ভীষ্ম ছাড়া হস্তিনাপুরের সিংহাসন রক্ষা হতো কিনা তা নিয়ে ভাবনা করার সময় এসেছে। ভীষ্ম চরিত্রটি মহাভারতে সৃষ্টি করা হয়েছে মহাভারতকে বলিষ্ঠ রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে। একদিকে ভীষ্ম যেভাবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করছেন। মহাভারত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় এই দুটি চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন ভারতের অখণ্ডতাকে বজায় রাখতে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেন। ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতের আবির্ভাব। তবে ভীষ্ম চরিত্র কম বড় নয়। তিনি বলতে গেলে গোচা মহাবারতের প্রধান চরিত্র যাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র বিতর্কিত এবং চর্চা করার মতো। ভীষ্ম কেন ইচ্ছা মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে প্রায় আরও একটি মহাভারত রচিত হয়ে যেতে পারে। ভীষ্মের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা রয়েছে। পিতামহ ভীষ্মকে নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারত পড়তে গেলেই পাঠকেরা যে চরিত্রে প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েন সেটা হচ্ছে ভীষ্ম চরিত্রটি। এই রকম ত্যাগী চরিত্র বিশ্বে আর কোনও মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ত্যাগকে ভারতবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই হচ্ছে সিংহাসনকে রক্ষা করার ব্রত। ভীষ্মের চরিত্রটি নিয়ে চর্চা চলছে বহুকাল ধরে। পিতামহ ভীষ্ম যেভাবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণও ভারতকে রক্ষা করতে উদগ্রীব ছিলেন বলে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতকে রক্ষা করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভারতকে রক্ষা করা যেতে পারে তার সাধনা করে চলেছেন। সেই সাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন সকলের দেখা উচিত। ভীষ্মকে প্রতিহত করার জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দমন করা যায়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু। ইচ্ছা মৃত্যু ছিল বলেই ভীষ্মকে কেউ কাবু করতে পারেনি। সবাই তাঁর কাছে মাথা নত করে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের ত্যাগের কথা জানতেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধনা রয়েছে।

রাহুলকে বিরোধী দলের মুখ করতে চাইছে বিজেপি

রবীন্দ্রকুমার শীল

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে বিজেপি দলই বিরোধী মুখ করতে চাইছে। এতে বিজেপি দলের লভা বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন এর সঙ্গে একই মত দিতে শুরু করেছেন অখিলেশ যাদব। তিনি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মত প্রকাশ করেছেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখন তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ব্যস্ত। আগামি লোকসভার নির্বাচনের সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে বিজেপি জোট তৈরি করতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুতি গ্রহণ করে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে থাকবে। আবার এদিকে কংগ্রেসও বিজেপি বিরোধী জোট করবে। তার ফলে দুটি বিজেপি বিরোধী শিবির তৈরি হবে। এতে লাভ হবে বিজেপির। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট করা কথা বলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবরে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, রাহুল গান্ধি হচ্ছেন মোদীর সবচেয়ে বড় ..। আসলে বিজেপি দল তৃণল কংগ্রেসকে বিরোধী দল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। সেখানে কংগ্রেস এসে উপস্থিত হলে বিজেপি কোনও আপত্তি নেই সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে। তার ফলে আজকে বিজেপি দলের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এদিকে কলকাতায় বলে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বলেছেন, উত্তর প্রদেশে রায়বরেলি এবং আমেঠিতে সমাজবাদী দল প্রার্থী দেবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। মনে করা হচ্ছে যে সমাজবাদী পার্টি এবারে রায়বরেলি এবং আমেঠিতে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে। রায়বরেলির সাংসদ সনিয়া গান্ধি অসুস্থ। সেই কারণে তিনি লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়াতে নাও পারেন। তাঁর স্থানে কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রার্থী হতে পারেন। রাহুল গান্ধি আবার আমেঠিতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন। তবে তিনি আবার দুটো এলাকায় প্রার্থী হতে পারেন। আমেঠিরে ওপরে ভরসা করতে পারছেন না রাহুল গান্ধি। এই পরিস্থিতির মধ্যে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব এখন কংগ্রেসের আসন কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এখন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে শক্ত করার চেষ্টা করছেন। সাগরদীঘি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন কংগ্রেস নেতা সাংসদ অধীর চৌধুরী। তিনি আরও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস বরবারই বিজেপি দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন বিজেপি দলের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করে। তৃণমূল কংগ্রেস তো তৈরি হয়েছিল বিজেপির হাত ধরে। বিজেপি যদি তৃণল কংগ্রেসকে সমর্থন না করতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় কোনও দিন তৃণমূল কংগ্রেস আসতে পারতো না। কিন্তু মোদি এসে সেই পদ্ধতির একেবারে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি এখন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেই কারণে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মোদি এখন পচ্ছন্দের লোক নন। রাহুল গান্ধির ওপরে অকারণে বিরুপ মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দল যৌথভাবে রাহুল গান্ধির ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে।

বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে এখন লড়াই করতে হচ্ছে। আগামি লোকসভার নির্বাচনে এটা স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে যে তৃণূল কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরূদ্ধে কংগ্রেসকে লড়াই করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস একা লড়াই করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তার সঙ্গে গোপনে যোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে এবং দিল্লিতে বিজেপি দল থাকবে এটাই একটি সিদ্ধান্ত বিজে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। কংগ্রেসকে বিরোধী দলের আসন পেতে বাধা দেবে। আজকেও লোকসভায় কোনও বিরোধী দল নেই। আগামি লোকসভার নির্বাচনের পরও কোনও বিরোধী দল সংসদে দেখতে পাওয়া যাবে না। বিরোধী দল বলে কোনও কিছুই রাখতে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দল। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস দলকে যদি না জনগণ ভোটে দিয়ে জিতিয়ে না নিয়ে আসে তাহলে তাদের করার কিছুই নেই। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের সময় থেকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দল বলে কোনও কিছুই রাখতে চাইছে না। বিধানসভায় বহু কাল ধরে বিরোধী দল বলে কিছুই ছিল না। বিজেপি দল ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার ফলে তারা এখন বিরোধী দল হিসাবে বিধানসভায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু তার আগে কংগ্রেস এবং সিপিএম দলকে কৌশল করে বিধানসভার নির্বাচনে পরাস্ত করা হয়েছিল। তখন বিধানসভা বিরোধী শূন্যতে পরিণত হয়। বিরোধী শূন্য লোকসভায় করার পরিকল্পনটা বিজেপি দলেব। আর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা এবং পুরসভায় বিরোধী শূন্য করার কৌশলটা তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের। এবারে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরোধী শূন্য পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক একনায়তন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দল। রাহুল গান্ধি বিলাতে গিয়ে সংসদের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে হইহই করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। তিনি বলেছেন যে বিরোধী দলের কোনও কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা বলার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই বলে কংগ্রেস নেতারা মনে করেন। আজকে ভারতের যা রাজনৈতির পরিস্থিতি তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিরোধী দলের কোনও গুরুত্ব নেই। বিরোধী দলকে সরকার কোনও রকমভাবে পাত্তা দিতে চায় না। বিজেপি দল এবং তৃণমূল কংগ্রেস এখন রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাহুল গান্ধি 'ভারত জোড়া' পদযাত্রা করে জনগণের পাশে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। বিজেপি দলের নেতারা এই রকমভাবে গণসংযোগ বৃদ্ধি করতে পারছে না। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জনগণের কাছে ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করবে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে অধিক আসন পাওয়ার। আবার বিজেপি দলও চেষ্টা করবে কংগ্রেস যাতে বেশি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এতদিন ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মোদি আক্রমণ করেছিলেন পরিবারতন্ত্র দল বলে। কংগ্রেস পরিবারতন্ত্র দল বলে মোদি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি সনিয়া গান্ধি বারবার বলেছিলেন তিনি কংগ্রেস দলের সভাপতি থাকতে চান না। কিন্তু তারপরও মোদির আক্রমণ থেকে কংগ্রেস রক্ষা পায়নি। পরিবারতন্ত্র তকমাকে ছেড়ে ফেলে কংগ্রেস থেকে এবারে মল্লিকাজ্জুন খড়েগকে সভাপতি করা হয়েছে। তবুও বিজেপি দলে নেতারা বলতে শুরু করেছেন মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে নামে মাত্র সভাপতি। আসলে সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধিই কংগ্রেস দলকে পরিচালনা করবেন। একটি পুতুল সভাপতি করে রেখেছে কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারছেন না মোদি। তিনি এখন তৃণমূল সিদ্ধান্ত বিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস মোদি বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। আসলে মোদির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছেন না নেত্রী। সেই কারণে অখিলেশ যাদব সহ আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে একটি বিজেপি বিরোধী জোট করে মোদিকে চাপে রাখার চেষ্টা করছেন।

মোদি রাজনীতির জগতে বড় খেলয়োড় সেটা জানেন নেত্রী

মোদি কিন্তু বড় ধরনের রাজনৈতিক খেলোয়াড় সেটা নেত্রী জানেন। সেই কারণে তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে মোদির সঙ্গে রাজনীতি করে পারা একেবারে অসম্ভব। ভারতে মোদি বিরোধী যতগুলি দল রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় গুরুত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। দুর্নীতি করেই এই দলটি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করে কংগ্রেস নেতারা। ব্যাপক দুর্নীতি তৃণমূল কংগ্রেসকে জাতীয় স্তরের রাজনীতি পরিবেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তারা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী জোট করবে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র অন্য রাজনৈতিক দল ভাঙিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। আগামি দিনে দেখতে পাওয়া যাবে যে সমাজবাদী পার্টির দলের নেতারা তৃণমূল ংকগ্রেসে যোগদান করে উত্তর প্রদেশে দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত। তখন অখিলেশ যাদবের হাত পা কামাড়ানো ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না। পরের দল ভাঙতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো পারেন বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেস দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস পরিকাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে রাজ করে চলেছেন। তিনি এতো বিশ্বাসঘাতক যে কেউই আজকে তাঁকে বিশ্বাস করছেন না বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি রাজ্যে গিয়ে

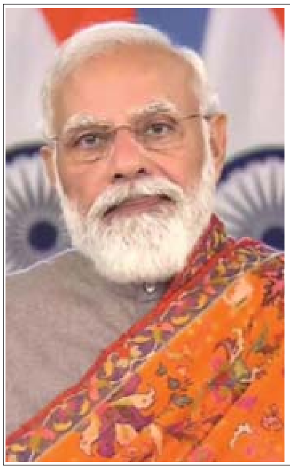

আগেই কংগ্রেস শিবিরকে ভাঙার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। সেই সব তথ্য কংগ্রেস দলের কাছে রয়েছে। গোয়াতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে জাতীয় কংগ্রেসের দলের বিধায়ক থেকে শুরু করে কর্মীদের সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেস দলের কোনও অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই বিপন্ন কংগ্রেস দলকে চাঙ্গা করতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছিলেন। তার ফলে গোয়ায় কংগ্রেস অক্সিজেন পেয়েছিল। নাহলে গোয়াতে কংগ্রেস দলটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হালত খারাপ করেছেন নেত্রী এবং তার দলেরা নেতারা। কংগ্রেসী নেতাদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করা হয়েছিল। নেত্রীর কোনও ক্ষমতা ছিল না নতুন করে দল করার। কংগ্রেস দলের কাঠামোর ওপরেই ভিত্তি করে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। এক সময়ে বিজেপি দলের নেতারা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আজকে কিন্তু বিজেপি দল একলা চলো নীতি গ্রহণ করেছে। তারা এখন নেত্রী দিকে তাকিয়ে দেখছেন না। সেই কারণে নেত্রীর এখন গোঁসা হয়েছে মোদির ওপরে। মোদি কি তাহলে এখন রাহুল গান্ধির দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছেন এবং তাঁকে বিরোধী মুখ করার জন্য তৎপরতা দেখাচ্ছেন যা নিয়ে তৃণমূল নেত্রী প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। 'ভারত জোড়া' পদযাত্রা করার পর মোদি প্রিয় রাহুল গান্ধি বলে মনে করছেন তৃণমূল কংগ্রেসে নেতারা। তাঁকেই বিজেপি দল বিরোধী মুখ হিসাবে লোকসভায় দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস বিজেপি একই পধ ধরে চলবে বলে বিশ্বাস করছেন নেত্রী মমতা। রাহুল গান্ধিকে তৈরি করে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী পাঁচিল তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি দল। এদিকে কংগ্রেস নেতা অদীর চৌধুরী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসে মুখোশটা এবারে খুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভারতের ভূমিকা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০ মার্চ ঃ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর দীর্ঘ ১৯০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে পাক ভারত উপমহাদেশের জনগণ পেয়েছিল পাকিস্তান ও ভারত নামের দুইটি দেশ। পাকিস্তানিরা যখন বাঙালিদের নতুন করে শোষণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ঠিক তখনই শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার অভ্যুদয়ে বাঙালি জাতিকে মুক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে। বায়ান্নর ভাষা আঃেদালন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, ছাপ্পান্নর সংবিধান প্রণয়নের আঃেদালন, আটান্নর মার্শাল ল'বিরোধী আঃেদালন, বাষট্টির শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পথ পেরিয়ে সত্তরের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সবই বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের মাইলফলক। পাকিস্তানি শাসনামলে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় কারাগারের অভ্যন্তরে থাকা, কয়েকবার ফাঁসির কাষ্ঠের মুখোমুখি, অসংখ্য মিথ্যা মামলায় অসংখ্যবার কারাবরণ করার পরও এ দেশের স্বাধিকার আঃেদালনে প্রেরণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার অপরিসীম সাহস, দৃঢ়চেতা মনোভাব ও আপসহীন নেতৃত্ব পরাধীন বাঙালি জাতিকে সংগ্রামী হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া তার বক্তব্য বাঙালিদের ইস্পাতকঠিন ঐক্য গড়ে তুলে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মরণপণ সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনামূলক উদাত্ত আহ্বানে গোটা জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে প্রত্যক্ষভাবে। ২৬ মার্চ ১৯৭১। মহান স্বাধীনতা দিবস। লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় দিবস। বিশ্বের বুকে লাল সবুজের পতাকা ওড়ানো দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। আর এই দিনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল তাই ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়ের লাল সূর্য। আমরা স্বাধীন হলাম। পেলাম স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। অর্থাৎ ১৯৭১-এ জন্ম নেয়া বাংলাদেশটির বয়স এখন ৫৩ বছর।স্বাধীনতা শব্দটির তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। স্বাধীনতা মানে নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন নয়। স্বাধীনতা হলো স্বাধীন রাষ্ট্রে সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকার আয়োজন। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছার স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি। একটি দেশের স্বাধীনতা সেদিনই সার্থক হয় যেদিন দেশের আপামর জনগণ প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক পরিবেশে, নিজেদের নাগরিক অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করে। কবি সুকান্তের ভাষায়সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবুও মাথা নোয়াবার

নয়।২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্র একটি দেশের নামের অন্তর্ভুক্তি ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস এ দিনটিকে ঘিরে রচিত হয়েছে। এ দিনের নবীন সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ স্বাধীনতা দিবসের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের মধ্যে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে, তা হলো এ দেশের অসংখ্য দেশপ্রেমিক শহীদের আত্মদান। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলার মানুষ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসনের ২৪ বছরের গস্নানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। লাখ লাখ শহীদের রক্তে রাঙানো আমাদের স্বাধীনতার সূর্য। তাই এ দেশের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবস সবচাইতে গৌরবময় ও পবিত্রতম দিন।২৬ মার্চ, আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের রক্ত অক্ষরে লেখা অনন্য এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। তবে এই দিনটি আসার পেছনের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখতে পাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষ তথা বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। প্রথমেই বাঙালিদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে এককভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। গর্জে ওঠে বাঙালি, গড়ে তুলে ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রম্নয়ারিতে বাংলার দামাল তরুণদের জীবন দেয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের রাজনৈতিক ঐক্য যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে অল্পকালের মধ্যেই ভেঙে দেয় প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকার। অল্পকালের মধ্যেই গড়ে ওঠে ছয় দফা ও এগার দফা আঃেদালন। আঃেদালন ক্রমেই গণআঃেদালনে রূপ লাভ করে। আর এরই মধ্যে আগুনে ঘি ঢালার মতো ঘটনা ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগঠিত হত্যাকান্ড। এবার গণআঃেদালন গণবিস্ফোরণে পরিণত হয়। আন্দোলনের মুখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেঃট আইয়ুব খান পদত্যাগ করলেন। ক্ষমতায় আসলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই নির্বাচন দিলেন।১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় না। শুরু হয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র। ইয়াহিয়া তথা সরকারপক্ষ আলোচনায় বসতে চাইলেন এবং বসলেন। এবার শুরু হলো আলোচনার নামে কালক্ষেপণ। এতসব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এ বিশাল জনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর। পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ড চালায় অপারেশন সার্চলাইট নাম দিয়ে। তখন থেকেই ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ও অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমুখী, মানবিক, প্রগতিশীল স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা, শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধাদারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখীসমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। এই দিনটি বাঙালির জীবনে বয়ে আনে একই সঙ্গে আনন্দবেদনার অম্লমধুর অনুভূতি। একদিকে হারানোর কষ্ট অন্যদিকে প্রাপ্তির আনন্দ। তবে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়েও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অপার আনন্দই বড় হয়ে ওঠে প্রতিটি বাঙালির কাছে। গৌরবোজ্জ্বল এই দিনটি প্রতিবছর আসে আত্মত্যাগ ও আত্মপরিচয়ের বার্তা নিয়ে। স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দায়িত্বকর্তব্য। নব উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা নিয়ে আসে এই দিন।সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশার কথা হলো, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। এই প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। এ জন্য এদের হাতে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে দেয়া জরুরি। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সঠিক ইতিহাস সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসবিকৃতি রোধের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে।

পানীয় জল না মিললে ভোট বয়কটের হুমকি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ পানীয় জলের সমাধান খুব তাড়াতাড়ি না হলে পথ অবরোধের হুমকি দিলেন খোদ শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে জলপাইগুড়ি সদরের অরবিন্দ অঞ্চলের অন্তর্গত সেবাগ্রাম-সহ তার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা। তাদের অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক দিন থেকে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এখানে। বার বার পঞ্চায়েতে থেকে প্রধান সবাইকেই বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পানীয় জলের সমাধান হয়নি। সকালে বা দুপুরে জল আসলেও জলের গতি খুবই সামান্য। অল্প জল এসে বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি কল একেবারেই বন্ধ অবস্থায় আছে। কয়েক জন দূরদূরান্ত থেকে এসে জল নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সকাল হলেই জল নেবার চিন্তা থাকে। এই সমস্ত সমস্যার জন্য রোজ দীর্ঘ জল নেবার লাইন হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে সবার সময়। তাই আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান হোক। বিষয়টি নিয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ সেন বলেন, বার বার এই সমস্যার জন্য পিএইচই দপ্তরে বলা হয়েছে কিন্তু কোন ধরনের উদ্যোগ তারা নেন নি। বাধ্য হয় এইবার আমাদের পথ অবরোধ ও অফিস ঘেরাওয়ের পথে যেতে বাধ্য হব। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন বলেন এর সমাধান আমরা খুব তাড়াতাড়ি করবো। যেগুলো পানীয় জলের কল অচল অবস্থায় রয়েছে সেগুলো কল মেরামত খুব তাড়াতাড়ি করবো।

বিয়ের দাবীতে ধর্নায় গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ বিয়ের দাবীতে ধর্নায় বসলেন এক বিবাহিত গৃহবধূ। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো শিলিগুড়ির চম্পাসারীর ডিজে মোড় এলাকায়। জানা যায়, ডিজে মোড় সংলগ্ন এলাকার ভরত দাস ওরফে রিন্টুর সাথে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে ওই গৃহবধূর। ধর্নারত গৃহবধূ শুক্লা রায়ের দাবী, ২০১৭ সালে তারা বিয়ে করেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে একসাথে ভাড়া বাড়িতে থেকে তারা সংসার করার পর গত জানুয়ারি মাস থেকে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। অভিযোগ, সম্পর্কে অবনতির পরে রিঙ্কু দাস অভিযোগকারীনি শুক্লা রায়ের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। কোন উপায় না দেখে এই মাসের ১২ তারিখ রিঙ্কু দাসের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ দায়ের করার কয় দিন পর গৃহবধূ শুক্লা রায় সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারেন রিঙ্কুর সাথে অন্য কোন মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়েছে। এই কথা জানতে পেরে সোমবার সন্ধ্যায় রিঙ্কু দাসের বাড়ির সামনে নিজের দাবী আদায়ে ধর্নায় বসেন সেই গৃহবধূ। অপরদিকে ধর্নার খবর আগেই টের পেয়ে বাড়িতে তালা মেরে উধাও হয় রিঙ্কু দাসের পরিবার। গৃহবধূ শুক্লা রায় জানান, ২০১৩ সালে তার আগের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি ২০১৭ সাল থেকে রিঙ্কু দাসের সাথে সম্পর্কে আসেন। এই বিষয়ে রিঙ্কু দাসের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে ওনার ফোন বন্ধ থাকায় প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয় নি।

'বিজেপির ছেলেরা নয়, তৃণমূলই জিতিয়েছিল আমাকে'

সাংসদের কথায় অভিমানে পদত্যাগ

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২০ মার্চঃ '২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ছেলেরা নয়, বরং তৃণমূলই জিতিয়েছিল আমাকে'। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার এই মন্তব্যের জেরে অভিমানে জেলা সহ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শ্যামল রায়। তিনি লিখিত ভাবে তার ইস্তফাপত্র বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা-কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুধু জেলা সভাপতিকেই নয়, তিনি লিখিত ভাবে তার পদত্যাগের কারন সহ ইস্তফাপত্রের কপি পাঠান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক রাজ্য নেতার কাছে। বিজেপির লড়াকু নেতা নেতা হিসেবে শ্যামল রায়ের এই পদত্যাগে চাঞ্চল্য পড়ে যায় বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে। এদিন শ্যামল রায় জানিয়েছেন, বিজেপির অতি দুঃসময়ে দলটা তিনি করেছিলেন। বিজেপি যখন রাজ্যে ৪ শতাংশ ভোট পেত সেই সময় থেকে নিজের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে অনেক লড়াই তিনি করেছিলেন। তাদের মত

পরিবারের সুরক্ষা প্রদানের কোন চেষ্টা করেন নি, তাদের হয়ে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করেন নি। এই সময় তারাই শাসক দলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রাণের বাজি রেখে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনের ঠান্ডা ঘরে বসে থাকা নেতারাই আজ তাকে অযোগ্য ও অসম্পদ বলছেন। এদিকে বুথ স্তরে সংগঠন গেছে তলানিতে। তাই দলে থাকলেও দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান বলে জানিয়েছেন শ্যামল বাবু। এদিকে শ্যামল রায়ের পদত্যাগ নিয়ে বিজেপির জেলা মুখপাত্র সৌম্যরাজ ব্যানার্জী বলেন, খুবই হঠকারী সিদ্ধান্ত। শ্যামল রায় জেলা সভাপতি ও সাংসদের নামে যা বলেছে তা ওর সম্পূর্ন ব্যক্তিগত মতামত। তাদের দল নির্দিষ্ট নীতি মেনেই চলে। যদিও কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না। তবে এই সিদ্ধান্ত না নিলেই ভালো হত। দল বড় হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব হতেই পারে। সেটা আলোচনা করে দলের ভিতরেই মিটিয়ে নিতে হবে। শ্যামল দলের পুরনো কর্মী। তার পদত্যাগ গৃহীত হয়েছে কি না জানা নেই বলে তিনি জানান। উল্টো জেলা বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে দলের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

সৈনিকদের লড়াইয়ের ফল হিসাবে ৪ শতাংশের বিজেপি পৌঁছায় ৩৮ শতাংশে। অথচ তাদেরই লড়াইয়ের ফসল ভোগ করে নির্বাচনে জিতে সাংসদ আজ তাদের অযোগ্য বলে অভিহিত করছেন। শুধু তাই নয়, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সাংসদকে নাকি তৃণমূলের লোকজনই জিতিয়ে এনেছিলেন, সেখানে শ্যামল রায়ের মত যুব নেতার কোন ভূমিকাই ছিল না বলে রবিবার এক অনুষ্ঠানে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন সাংসদ। সাংসদের এই কথায় অভিমান করে দলের জেলা সহ সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। তার অভিযোগের তীর বিজেপির জেলা সভাপতির দিকেও। শ্যামল বাবু অভিযোগ করে বলেন, যবে থেকে নতুন জেলা সভাপতি করা হয়েছে, তবে থেকেই বর্ধমানে দুর্বল হতে শুরু করেছে দল। পুরোনো কর্মীদের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে নিজের কিছু পেটোয়া দালাল দুষ্কৃতির ছেলেকে নিয়ে ঠান্ডা ঘরে বসে দল চালাচ্ছেন। সিপিএম থেকে আসা বিজেপির জেলা সভাপতি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চায় না বিজেপির উন্নতি হোক, সংগঠন বাড়ুক। তাই তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকেন। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা যতবারই জেলা সভাপতির কানে তোলা হয়েছে ততবারই তিনি তার অগ্রাহ্য করেছেন এবং উল্টে তাকেই সরাসরি তার ফোনে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। অথচ ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় যখন বর্ধমানের বুথ স্তরের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা শাসক দলের কাছে মার খেয়েছিল, অত্যাচারিত হয়েছিল, খুন হয়েছিল, তখন কোভিডের দোহাই দিয়ে বিজেপির ওই সব নেতাগুলোই ঠান্ডা ঘরে চুপচাপ ভাল ছেলে সেজে বসে গেল। মাঠ পর্যায়ে থাকা কর্মী-সমর্থকগুলির পাশে একবার এসেও দাঁড়ায় নি, মার খাওয়া ছেলেদের দিকে কোনরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নি। অথচ রাত বিরেতে খবর পেলেই তিনি আক্রান্ত বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের আশ্বস্ত করেছেন, আইনী লড়াই লড়েছেন। অথচ জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে রাজ্য নেতৃত্ব কেউই নিপীড়িত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের কাছে যান নি, তাদের

এসেছে। ২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের কোন্দল চরম জায়গায় পৌঁছায়। জেলা বিজেপির ঘোড়দৌড় চটির কার্যালয়ে ভাঙচুর হয় দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দীর জায়গায় নতুন সভাপতি করা হয় অভিজিৎ তাকে। তাতেও গোষ্ঠী কোন্দলের রাশ টানতে কার্যত ব্যর্থ হয় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মাস চারেক আগে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার পড়ে সন্দীপ নন্দীকে পুনরায় সভাপতি পদে ফিরিয়ে আনার দাবীতে। ধারাবাহিক গোলমালের নতুন সংযোজন জেলা সহসভাপতি শ্যামল রায়ের পদত্যাগ। তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য মুখপাত্র জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু শ্যামল রায়ের দলত্যাগ প্রসঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ২০১১ সালের আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক জড়ো করে এই রাজ্যে বিজেপি দলটাই তৈরী হয়েছিল। তাই এটাই হওয়ার কথা ছিল। বিজেপি নেতা নিজে স্বীকার করছেন সাঁইবাড়ির হত্যাকারীর নায়করা তথা ৩৪ বছর রাজ্যটাকে লুটেপুটে খাওয়ার দল, রক্তাক্ত করার দল সিপিএমই বিজেপি দখল করে রয়েছে। তাই প্রকৃত বিজেপি করা নেতা-কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিতে থাকতে পারবে না। বিজেপি মানে লুটেরার দল, বিজেপি মানে কামিনি কাঞ্চনের দল, অসভ্য বর্বরদের দল। এখন বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম এক হয়েছে। কোন ভদ্রলোক বিজেপিতে থাকতে পারবে না। তবে পদত্যাগী বিজেপি নেতা শ্যামল রায় যদি কোন দিন দলত্যাগী হয়ে তৃণমূলে যোগ দিতে চান তবে সাদরে তাকে গ্রহণ করা হবে বলে আগাম সংকেত দিয়ে রাখলেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র দেবু টুডু। এদিকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির লড়াকু নেতা শ্যামল রায়ের পদত্যাগে বেশ অস্বস্তিতে রাজ্য নেতৃত্ব। শ্যামল রায়ের সাথে পদত্যাগ করতে পারে গলসি সহ একাধিক অঞ্চলের বিজেপি নেতা ও কর্মীরা বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মুখ খুলতে চান নি বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা। মুখ খোলেন নি সাংসদও।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই চিকিৎসকরা

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২০ মার্চ ঃ ডাক্তারের দেখা নেই। রোগীদের ভরসা সেই ফার্মাসিস্ট। অর্থাৎ অসুখ জানাতেই কোনও প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ দিচ্ছেন ফর্মাসিস্টরা। এমনই চিত্র দেখা গেল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের অন্তর্গত পুরন্দরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। পুরন্দরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২ চিকিৎসক রয়েছেন, তবুও তারা কেউই ঠিক মতো না আসার অভিযোগ উঠেছে। রোগীদের চিকিৎসা করেন হাসপাতালের কর্মরত ফার্মাসিস্ট। প্রশ্ন থাকছে একজন ফার্মাসিস্ট হয়ে কিভাবে রোগীদের চিকিৎসা করছেন তিনি এবং রোগীদের কিভাবে তিনি ডাক্তারের কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দিচ্ছেন। কোথায় গেলেন ডাক্তাররা? হাসপাতালে ডাক্তারবাবু না আসায় বেজায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনেরা। এলাকাবাসী তনুজা বেওয়ার অভিযোগ, নাতনির প্রচন্ড জ্বর, দু'দিন আগে ওষুধ নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু ভালো হয়নি, আজকে কান্দি যেতে বলছে, অতো দূর আমি কিভাবে যাব! স্থানীয় বাসিন্দা পলাশ ঘোষ বলেন, হাসপাতালে ডাক্তাররা নিজেদের খেয়াল খুশিতে আসেন, কোনদিন ইচ্ছে হলে তারা হাসপাতালে আসেন, ইচ্ছে না হলে আসেন না। তবে এই বিষয়ে একজন ফার্মাসিস্ট জানান , হাসপাতালের দুটি ডাক্তারের মধ্যে একজন ট্রেনিংয়ে গিয়েছেন এবং অপরজনের শরীর অসুস্থ। স্থানীয়দের অভিযোগকে অস্বীকার করে তিনি বলেন, এখন প্রতিদিনই হাসপাতালে ডাক্তার থাকে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দেওয়ার বিষয়টি তুলতেই তিনি জানান, ডাক্তার তো নেই তাই দিতে হচ্ছে। কান্দি মহকুমার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজেশ সাহা জানান, ওই দুই ডাক্তারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ মার্চ ঃ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানায় যে, চলতি বছরের ২৮ মার্চ সমাবর্তনের আয়োজন করতে চলেছে বিশ্বভারতীর আম্রকুঞ্জে। বিকেল তিনটা নাগাদ আম্রকুঞ্জে সমগ্র অনুষ্ঠান হবে। তবে এবার দেশিকোত্তম সহ অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হবে না, সেটা বিশ্বভারতী সোমবারের প্রেস মিটে জানিয়েছে। জানা গেছে, এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দ্রৌপদী মুর্মু এবং রাজ্যপাল তথা রেক্টর সি ভি আনন্দ বোস আসছেন। এই চুয়ান্ন তম সমাবর্তনে ২০২২ সালে উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের হাতে সপ্তপর্ণী তুলে দেওয়া হবে। এর আগে চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ২১-২২ সালের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫৩তম সমাবর্তন হয়। প্রসঙ্গতঃ বাইশ সালে সমাবর্তন হওয়ার কথা আগে থাকলেও হয় নি। ২০২২ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীতে ছোট আকারের সমাবর্তনের কথা ছিল। অতিথি হিসেবে থাকার কথা ছিল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, এটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনি, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের। কিন্তু উপাচার্যর বাড়ির সামনে আন্দোলনকে ইস্যু করে সেটা বাতিল করতে বাধ্য হয় বিশ্বভারতী।

রাস্তায় পরীক্ষার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ মার্চ ঃ মালদা রতুয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলে টুকলিতে বাধা দেওয়ায় সোমবার বিকেলে পরীক্ষা শেষে মালদা জেলার রতুয়া ভালুকা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। শুধু তাই নয় পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা রাস্তায় চিরকুট ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় অবরোধ। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, ক্লাসে সাত থেকে আট জন শিক্ষক গার্ড দিচ্ছে। বাথরুম করার সময় পর্যন্ত দিচ্ছে না। আর তারই প্রতিবাদে পরীক্ষা শেষে রাস্তায় চিরকুট ছড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ছাত্ররা। এর আগেও ওই জেলায় একটি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন কড়া নজরদারি থাকায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ছাত্ররা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রথম দিনে জেলাশাসক বিভিন্ন পরীক্ষা সেন্টার গুলিতে ঘুরে নজরদারি ব্যবস্থা ঠিকমতো রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। সোমবার ছাত্রদের টুকলি করতে না দেওয়ায় তাদের এই অবরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্মিত সাধারণ মানুষজন। অবরোধের দরুন এদিন রাজ্য সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষজন। যে দাবী ছাত্ররা রাস্তায় নেমে অবরোধ-বিক্ষোভে শামিল হয়েছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সাংসদের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ মার্চ ঃ বর্ধমান শহর ২নং জাতীয় সড়ক তেজগঞ্জ মোড়ে আন্ডার পাস করার আশ্বাস দিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি সাংসদ এসএস আলুআলিয়া। উলেখ্য ২০০৪ সাল থেকে বর্ধমান শহরের তেজগঞ্জবাসীর দাবি ছিলো আন্ডার পাস করার। কিন্তু তাদের সে দাবী মেটানো হয় নি। অথচ প্রায় ২৫ হাজার মানুষের বসবাস ওই এলাকায়। এলাকার প্রায় মাঝখানে রয়েছে ২ নং জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হবার ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে ওই এলাকায়। জানা গেছে এখনও পর্যন্ত পারাপার করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩০০ জন পথচারীর। তাই ওই এলাকায় একটা আন্ডার পাস করার দাবি জানিয়ে বারংবার লিখিত জমা দেওয়া হয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে। এ নিয়ে মাঝে বিক্ষোভ আন্দোলন ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তেজগঞ্জবাসী। ২০১৯ সালে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভায় জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুআলিয়া। সেই মোতাবেক তেজগঞ্জবাসী বিজেপি সংসদকে আন্ডার পাস করার চিঠি করেন তেজগঞ্জ এলাকাবাসী। সেই কথা মাথায় রেখে সোমবার জাতীয় সড়ক আধিকারিকদের নিয়ে তেজগঞ্জ মোড়ে উপস্থিত হন বিজেপি সাংসদ। তিনি এলাকার মানুষকে আশ্বাস দেন তেজগঞ্জ মোড়ে আন্ডার পাস করে দেবেন। বিজেপি সাংসদের এহেন উদ্যোগে খুশি তেজগঞ্জ এলাকাবাসী।

দিদির দূত মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াচক, ২০ মার্চ ঃ কালিয়াচকের বেশ কয়েকটি গ্রামে, দিদির দূত হিসাবে পায়ে হেঁটে ঘুরলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এমনকি কয়েকটি স্কুলে গিয়ে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের সঙ্গে মিড ডে মিলেও সামিল হলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কথা বললেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে। সোমবার দুপুরে কালিয়াচকের সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিদির দূত হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এলাকার সার্বিক সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে মতামত বিনিময় করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপর কালিয়াচক এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতিকুর রহমানের উপস্থিতিতে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানের বিষয়টিও জানতে চান মন্ত্রী। পাশাপাশি সমস্ত এলাকায় রাস্তাঘাট পানীয় জল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো কি অবস্থায় রয়েছে সে ব্যাপারে তদারকি করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপরই শ্রীরামপুর এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান মন্ত্রী।

বৃষ্টির জেরে জলের তলায় ক্ষেতের আলু

দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের

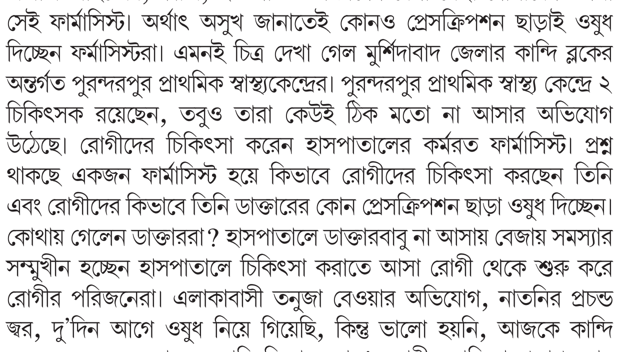

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ জলের তলায় আলু। দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের। আলুর বন্ড নিয়ে হাহাকার আলু চাষিদের। অভিযোগ আলু চাষিরা মূলত বন্ড পাচ্ছেন না। বন্ড পাচ্ছেন একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা, যা ঘিরে জেলাজুড়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হিমঘরের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। প্রচুর হিমঘরের প্রয়োজন জানালেন, এগ্রি মার্কেটিংয়ের জেলা আধিকারিক সুব্রত দে। আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা সহ কয়েকটি জেলায় ঝড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এদিকে শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর, বাহাদুর, বেলাকোবা, বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা সহ ধুপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আলু জলের তলায় চলে যায়। মাঠেই জলে ডুবে যায় আলু চাষীদের উৎপাদিত আলু। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আলু চাষিদের। আলুর ফলন বেশি অন্যদিকে আলুর সঠিক দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা। পাশাপাশি হিমঘরগুলোতে আলুর বন্ডের কালোবাজারির অভিযোগ। এর উপরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টিপাত জেলার আলু চাষীদের মাথায় হাত। এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশ আলু চাষি আলু তুলতে পারেননি জমি থেকে। তারই মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুশ্চিন্তায় ঘুম কেড়েছে আলু চাষিদের। বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে এমনটাই আশঙ্কা করছেন আলু চাষিরা। জেলা কৃষিজ বিপনন দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত দে জানান, বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হিমঘরগুলোতে লোডিং শুরু হয়েছে। জেলায় মোট ২৪টি হিমঘরে ৪ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিকটন মোট ধারণ ক্ষমতা। জেলায় আলুর প্রোডাকশন রয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিকটন। সেই নিরিখে ৩০ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি। আরও প্রচুর হিমঘরের প্রয়োজন। সেদিকেও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বেসরকারি লগ্নিকারী যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে। যাতে আগামী বছর আরও বেশকিছু হিমঘর তৈরি করা যায়। আশা করি সমস্যা মিটে যাবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন জানান, আলুর দাম নেই এবার। আলু এবার বিক্রি করতে পারেনি চাষিরা। যার জন্য চাষি ভাইরা চাইছে আলু হিমঘরে রাখতে। যাতে খরচটাও উঠে আসে। এই মুহূর্তে আলু বিক্রি করলে চাষি ভাইদের খরচটাই উঠবে না। আমরাও চেষ্টা করছি পঞ্চায়েত প্রধান মারফত আলু চাষিরা যাতে বন্ড পায় এবং কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান হয়।

অসম্পূর্ন জাতীয় সড়কে নাজেহাল অবস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ মার্চ ঃ হালকা-মাঝারি বৃষ্টিতে জাতীয় সড়ক রূপ নিয়েছে চষা ক্ষেতের। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনে এমনই দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেল মালদার চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের কনুয়া রহমতপুরে। বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তার কাজ অসম্পূর্ন থাকায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, সড়কপথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বছর দুয়েক আগে মালদার চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর জাতীয় সড়কের বাইপাস রাস্তার কাজ শুরু হয়। ধীর গতিতে চলছে রাস্তার কাজ বলে অভিযোগ। অসম্পূর্ণ রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পূর্ন করার দাবিতে একাধিকবার পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন রহমতপুর কনুয়া এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে সেই রাস্তার কাজ আজও অসম্পূর্ণ। বর্ষা আসার আগেই রাস্তা যেন রূপ নিয়েছে চষা ক্ষেতের। সেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে দুর্ভোগে পড়ছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। মোটরবাইক ও চার চাকার যানবাহন ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন চালকরা। জল কাদায় আটকে যাচ্ছে বাইকের চাকা। ঠেলে ঠেলে বাইক নিয়ে যেতে রীতিমত নাজেহার অবস্থা বাইক চালক থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের। এই নিয়ে এই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই রাস্তার কাজ ধীরগতিতে। এখনও বর্ষা শুরু হয়নি। বর্ষা শুরুর আগেই ভোগান্তির চিত্র। এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন তো দূর অস্ত, মানুষও চলাচল করতে অপারগ। মোটরবাইকের চাকা কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে যেতে আটকে পড়ছে। আমরা চাই, বর্ষার আগেভাগেই কাজ শেষ করতে হবে। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, টানা কাজ চলছে। দ্রুত কাজ সম্পূর্ন হবে।

পঞ্চায়েতের রূপরেখা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রূপরেখা তৈরি করতে আসরে নামল কংগ্রেস। সোমবার কংগ্রেসের ফালাকাটা কার্যালয়ে ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেসের পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান মৃন্ময় সরকার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, কংগ্রেসের যে সকল কর্মী ভুল বুঝে তারা অন্য দলে যোগদান করেছিলেন এখন তারা বুঝতে পারছেন যে তারা চোরদের দলে যোগ দিয়েছেন এখন তারা আবার ফিরে আসতে চাইছেন।

রিক্সা চালিয়ে দুয়ারে ক্যাম্পে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ মার্চঃ বিভিন্ন সময়ে সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ন হতে দেখা যায় তাকে। কখনও চাষী হয়ে মাঠে কাজ করছেন, কখনও সাফাই কর্মী হিসাবে জঙ্গল ও রাস্তা পরিস্কার করছেন, আবার কখনও করোনা কালে কোভিড কিট পরে মানুষ সচেতনতার পাঠ পড়াতেও দেখা গেছে তাকে। আবারও কখনও রঙ্গমঞ্চে একজন জাত অভিনেতা হয়ে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপও রেখেছেন তিনি। এবার তিনি রিক্সা চালকের ভূমিকায়। নিজে রিক্সা চালিয়ে রিক্সা চালককে দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পে নিয়ে এলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। শুধু তাই নয়, সেখানে গিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তিনি। মন্ত্রী নিজেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। মন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের জন্যই তো সরকার। তাই একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এইটুকু কাজ করা যেতেই পারে। রিক্সা চালকরা প্রতিদিনই কষ্ট করে আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেন। এদিন তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য জানালে তিনি আমাকে তার রিক্সায় পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। তিনি আমার থেকেও বয়সে বড় হওয়ায় আমি নিজে রিক্সা চালিয়ে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই। সোমবার বর্ধমানের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ক্যাম্পে ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, কাউন্সিলর ইন্তেখাব আলম সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার সময় স্থানীয় একটি মন্দিরে পুজো দেন। এরপর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ক্যাম্পে যান। রাস্তায় মোহনবাগান মাঠ এলাকায় এক রিক্সা চালককে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যেতে বলেন। রিক্সা চালক মন্ত্রীকে করে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী তখন নিজেই রিক্সায় চাপিয়ে তাকে নিয়ে যান। মোহনবাগান মাঠ এলাকা থেকে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওলাইচন্ডীতলা পর্যন্ত প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা রিক্সা চালান মন্ত্রী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

[illegible] ... ডেপুটি সিএসটিই/ কন/ এইচকিউ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের নাম : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পুরুলিয়া-কোটশিলা শাখা ডবলিংয়ের সাথে যুক্ত পুরুলিয়া, গৌরীনাথধাম, বরভোম ও কোটশিলা স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং প্রণালী এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার (ইনডোর ও আউটডোর উভয়ই) বন্দোবস্ত। টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩০,০১,৫৮,৭৮১.৮২ টাকা। বায়না মূল্য : ১৬,৫৪,৮০০ টাকা। টেন্ডারনথির মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৪.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। (PR-1212)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেন্ট/পিএসইউ/এলাইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : (সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে)। ক্রমিক সংখ্যা-১। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২০_২০২২-২৩। তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া-র অধীনে এইএন/আরপিএইচ সেকশনে ব্রিজ নং ২০২, ২০৯ ও ২১৩-এর আরসিসি জ্যাকেটিং সহ মেরামতির কাজ। আনুমানিক ব্যয় ঃ ২,৩৯,২২,৭৫৯.০৭ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,৬৮,১০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। ক্রমিক সংখ্যা-২। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২১_২০২২-২৩। তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এনএইচটি-এমবারের স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনের দিকে ব্রিজ নং ১৪০, ১৭৮, ১৮৪ ও ১৯৬-এর বাক্সের সম্প্রসারণ। আনুমানিক ব্যয় ঃ ২,৫৭,০২,৯২০.৮৫ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,৭৮,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। ক্রমিক সংখ্যা-৩। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২৫_২০২২-২৩। তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ এইএন/আরপিএইচ-এর শিকারীপাড়া থেকে পিনরগড়িয়া পর্যন্ত সেকশনে সাব-ব্যাঙ্ক, সেস মেরামতি, ব্যাঙ্ক শক্তিশালী করা, বোল্ডার ক্রেট ওয়াল-এর ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৩,৯৫,৩৮,২২০.১৪ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,৪৮,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটি/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার-দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিমূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডারিং পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-457/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice
NIT No-156/SUSU/2023 dt-17/03/2023
157/SUSU/2023 dt-17/03/2023
Online Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for Listed Works under 15th FC(Tied) & 15 th FC (Untied). Last Date of Paper Submission **24-03-2023.** For details information contact.
Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

Office of The Shyamsundarpur Gram Panchayat
(under Raipur P.S)
Dudhya*Barikul*Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER
No-12/15thCFC(UNTIED)/2022-23, Dt.-20/03/2023(2 no. work)
No-13/15thCFC(UNTIED)/2022-23, Dt.-20/03/2023(1 no. work)
Ref. Memo No.-103, 104 Dt.-20-03-2023
Tenders are invited by the Pradhan, Shyamsundarpur Gram Panchayat for 03(Three) works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid **27.03.2023 up to 1 p.m.** For details contact office of the undersigned or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Shyamsundarpur Gram Panchayat

Office of The
Balarampur Panchayat Samiti
PO-Rangadih, Dist-Purulia(W.B.), Pin-723143
Memo No. 170/EO/BLR/PS, Date-17.03.2023
NOTICE INVITING TENDER NO-
WB/EO/BLR/PS/NIeT-21/2022-2023, Date:- 17.03.2023
E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractors for 02 nos. Construction work under Balarampur Panchayat Samity. Period for downloading of bid documents **18.03.2023 from 9.00 A.M up to 31.03.2023 to 6:00pm.** End date of submission of bid document **up to 31.03.2023 to 6.00 pm.** And the time & date of opening of Technical bid on **03.04.2023 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in in** any working day before the last date for submission of bid documents.
Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankura
NIeT 30 Memo 228/Braja/2023 Date 17.03.2023, NIeT 31 Memo 229/Braja/2023 Date 17.03.2023,
Pradhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wbetenders.gov.in** web site. Last date of submission **27.03.2023 (6 pm).**
Sd/- Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:- **NIT No.:- 07/EO/PPS of 2022-23 (Sl. No.-01 to 35).**
• No. of Work:- 35 (Thirty Five) nos.
• Last Date of Application:- **27.03.2023 up to 16.00 hours.**
• Date of issue of Tender paper:- **03.04.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
• Last date of dropping of Tender papers **05.04.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
• Date of Opening of Tender **05.04.2023 after 14:00 hours.**
For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ডেপুসিই-জেএইচএসডব্লু-৫১ **তারিখ ঃ ১৫.০৩.২০২৩**

ই-টেন্ডারিং নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কশপ/ ঝাঁসি** আহ্বান করছেন "**ওপেন টেন্ডার**" অনলাইন ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থায় (সিঙ্গেল প্যাকেট) উল্লেখিত কাজের জন্য ।

কাজের নাম	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য টা.	বায়না মূল্য টা.	টেন্ডার নথির মূল্য টা.	টেন্ডার বন্ধের তারিখ
জোন নং. ৩ সি বার্ষিক সেকশনাল চুক্তি মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, চুনকাম করা, রং করা, ডিসটেম্পারিং, রং করা, পালিশ ও বার্নিশ করার কাজ রেল স্প্রিং কারখানা, সিথৌলিতে এবং সংলগ্ন রেলওয়ে কলোনিতে জেই / ওয়ার্কস/ সিথৌলিতে অধীন এক্সইন / ওয়ার্কশপ / সিথৌলি ২০২২-২৩ মেয়াদে।	ডেপুসিই-জেএইচ এসডব্লু-৫১	৪৫৫৩ ৪৩০ /-	৯১১ ০০ /-	শূন্য	১৭.০৩. ২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের মেয়াদ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ১২ মাস।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে **১৭.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (২)** সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** ।

389/23 (P)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

রাহুলকে আক্রমণ হরদীপ সিং পুরীর

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য এবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী। সোমবার রাহুলের তীব্র সমালোচনা করে হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর। হরদীপ পুরী বলেছেন, রাহুল গান্ধী বলেছেন বিজেপির আদর্শের মূল কাপুরুষতা। আমি জানি না সে কি বলতে চাইছে। এখন ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং শীঘ্রই আমরা চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, যদি কেউ দেশের বাইরে যায়, তাহলে তাঁর কথা বলার তো স্বাধীনতা আছে। তবে সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র, কিন্তু রাহুল গান্ধী ব্রিটেনে গিয়ে বলেছেন ভারতীয় গণতন্ত্র মৌলিক কাঠামোর উপর আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে 'চেঞ্জ অফ গার্ড' অনুষ্ঠানের সময় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ আগামী ২৫ মার্চ থেকে সকাল ৯টার পরিবর্তে সকাল ৮টা থেকে রাষ্ট্রপতির গার্ড পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রহরী পরিবর্তন অনুষ্ঠান এই শনিবার (২৫ মার্চ) থেকে সকাল ৯ থেকে ১০ টার পরিবর্তে সকাল ৮ থেকে ৯ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে সপ্তাহে একবার গার্ড বদলানোর এই অনুষ্ঠান হয়।

ভারতের কাছে চট্টগ্রাম ও সিলেট বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,বাংলাদেশ ২০ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ মার্চ রবিবার ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াতে আঞ্চলিক যোগাযোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে পারস্পারিক স্বার্থে ভারতের কাছে চট্টগ্রাম ও সিলেট বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন।গভর্নিং কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন রাম মাধব বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা র সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎকালে তিনি একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত চাইলে আমাদের চট্টগ্রাম ও সিলেট বন্দর ব্যবহার করতে পারে।'বৈঠকে পর প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।শেখ হাসিনা বলেন, এই অঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধি মানুষেমানুষে যোগাযোগ বাড়াতে সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী এ সময় রাম মাধবের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর শুভেচ্ছা জানান।এ সময় রাম মাধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি আশা করছি যে ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।'এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাম্বাসেডর অ্যাট-লার্জ মো. জিয়াউদ্দিন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

চিরেকা কেজি হাসপাতালে রেডিওগ্রাফি মেশিন সার্ভিস উদ্বোধন

চিত্তরঞ্জন, ২০ মার্চ ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) এ অবস্থিত কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার, দুটি ভিন্ন অত্যাধুনিক রেডিওগ্রাফি মেশিন পরিষেবার উদ্বোধন করেন। জনসেবায় নিবেদিত। চিরেকামহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শ্রীমতি নমিতা কাশ্যপের সম্মানিত উপস্থিতিতে জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা সিআর্ম ইমেজ ইন্টেনসিফায়ার এবং ডাইরেক্ট রেডিওগ্রাফি সিস্টেম প্ল্যান্ট পরিষেবা এবং জরুরি কক্ষ সুবিধার উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ডঃ আর কে মুখার্জি, পিসিএমও, চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার অন্যান্য সদস্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান প্রধান, চিরেকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, এই অপারেটিং সার্জনকে অবিলম্বে চিকিৎসা করতে সক্ষম করবে। উপরন্তু,

চিকিৎসা সেবা শুরু হলে অস্ত্রোপচার, অর্থোপেডিকস ও জরুরী পরিস্থিতি পদ্ধতির সময় ইন্ট্রাঅপারেটিভ ইমেজিং এবং রেডিওগ্রাফিক ফলোআপসহ কাজ অনেক সহজতর হবে। সিআর্ম ইমেজ ইন্টেনসিফায়ার অপারেশন থিয়েটারের সেটিংযে সাহায্য করবে, এটি সম্পূর্ণ হার্ট ব্লকের জরুরী রোগীদের জন্য ভবিষ্যতে পেসমেকার স্থাপনের সুবিধা দেবে। এই মেশিনগুলির সাহায্যে, হাসপাতালের পরিষেবার লক্ষ্য তার রোগীদের গুরুতর চিকিৎসা যত্নের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের কাছে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে

২০ মার্চ ঃ শহরের বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের কাছে বিদ্যমান প্রিস্টিন কবরস্থানের নীচে জোড়া টানেলের নির্মাণ কাজ একটি কঠিন কাজ ছিল কিন্তু প্রিস্টিন কবরী বোর্ডের সহযোগিতায় এটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত ব্যস্ত ভিআইপি রোড এবং এয়ারপোর্ট এন্ট্রি রোডের অধীনে ভূগর্ভস্থ মেট্রো টানেলের নির্মাণ কাজও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় মেইল প্রসেসিং সেন্টার (এয়ারপোর্ট পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস) সংলগ্ন অ্যাপ্রোচ টানেলটি ভারতের পোস্ট বিভাগের সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য বিমানবন্দরের গেট নং১ থেকে ডিপার্চার টার্মিনাল ফ্লাইওভার, আবহাওয়া ভবন ও বিমানবন্দর ইয়ার্ড পর্যন্ত পাথওয়ে ও বেড়া সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে, অ্যাপ্রোচ টানেলের উপরে প্রায় ১৫,০০০ বর্গমিটার (১.৫ লক্ষ বর্গফুট) ল্যান্ডস্কেপিং এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিপিআরও বলেছেন যে আমরা এই বিমানবান্ধার মেট্রো স্টেশনের মেট্রোর নির্মাণ কাজ সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী সহায়তার জন্য ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

দেশে তৈরি হয়েছে ৭৪টি বিমানবন্দর ঃ সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ উড়ান প্রকল্পের সুফল তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, বিগত ৬ বছরে যাত্রী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। উড়ান কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এখন ৭৪টি বিমানবন্দর তৈরি করেছি। ১০০টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আমাদের এখনও ২৬টি বিমানবন্দর তৈরি করা বাকি আছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, আমরা শেষমাইল সংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছি, তাই উড়ানএর মধ্যে, আমরা শেষমাইল সংযোগ নিশ্চিত করতে ছোট বিমান প্রকল্প চালু করেছি। সিন্ধিয়া বলেছেন, এরোস্পেস প্রোডাক্ট উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে ভারতের।

মার্চের তুষারপাত আনন্দের তুলনায় কাশ্মীরের চাষিদের চিন্তা বাড়াচ্ছে বেশি

শ্রীনগর, ২০ মার্চ ঃ মার্চ মাসের তুষারপাত আনন্দের তুলনায় চিন্তাই বড্ড বেশি বাড়াচ্ছে কাশ্মীরের আপেল চাষিদের। জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার উপরের অংশে মার্চের শেষের দিকে তুষারপাত বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, বাগান মালিকরা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনগণকে তুষারপাত প্রবণ এলাকার কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে ভদেরওয়াহ্‌বশোলিপাঠানকোট এবং ভাদেরওয়াহ্‌চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষকরা বিশেষ করে ফল চাষিরা দাবি করেছেন, দীর্ঘকাল পরে ২০ মার্চ এলাকায় তুষারপাত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই এই তুষারপাতের জন্য তাঁরা অপ্রস্তুত, অনেকেই বাগানে কাজও শুরু করে দিয়েছেন। আপেল চাষিরা তো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেনই, ইতিমধ্যেই যে সমস্ত জমিতে ভুট্টার চাষ শুরু হয়েছে, সেখানেও ক্ষতি হয়েছে। এবার এপ্রিকট, বাদাম, পীচ এবং আখরোটের ভাল ফলন হবে বলে কৃষকরা আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে অকস্মাৎ তুষারপাত।

অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান

অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যাকশন গত ১৯ মার্চ রবিবার মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ার পরে চারটি বিজনেস সেশনের পাশে বিতর্ক প্রতিয়োগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান সহ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবাশীষ চট্টোপাধ্যায় অষ্টম দিবসে''পরিচয়, সামাজিক সক্রিয়তা ও রাজনীতি ঃ কিছু প্রতিফলন'' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক গৌতম বসু অধ্যাপক চ্যাটার্জির বক্তব্যের মূল সূত্রগুলি ধরে লিপিবদ্ধ করে চমৎকার মন্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং রবীন্দ্র ভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরিশ ঝাঁ মহাশয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ইঃটারঅ্যাকশন সেসন সমাপ্ত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা অ্যাক্টিভিজম স্কলারের ফোরামের প্রয়োজনীয়তা পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।

চিনের যুদ্ধবিরতির দাবির বিরোধিতা করেছে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ ঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধ থামছে না। এখন দুদেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে মতপার্থক্য সামনে এসেছে। ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য চিনের দাবির বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেনে রুশ হামলার পর আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বকে প্রকাশ্যে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বড় নেতাও ইউক্রেন সফর করেছেন। এখন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আগামী সপ্তাহে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। জিনপিংয়ের রাশিয়া সফরকে যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সঙ্গে চিনের অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাশিয়া সফরকালে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির দাবি জানাবেন। যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের যেকোনো দাবির বিরোধিতা করেছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য চিনের দাবির বিরোধিতা করে কারণ এটি রাশিয়াকে উপকৃত করবে এবং ক্রেমলিনকে নতুন আক্রমণের প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে। গত এক বছর ধরে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করে আসছে আমেরিকা। তিনি উদ্বিগ্ন যে যুদ্ধবিরতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া রাশিয়ান বাহিনীর উপর চাপ কমিয়ে দেবে ।

চিরেকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

চিত্তরঞ্জন, ২০ মার্চ ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) এ অবস্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকর স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আয়োজিত তিন দিনের বার্ষিক ক্রীড়া সম্মেলন ২০২৩ আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অর্জনকারী সকল খেলোয়াড়কে চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শ্রীমতি নমিতা কাশ্যপের সম্মানজনক উপস্থিতিতে চিরেকা ক্রীড়া সংস্থার মহাব্যবস্থাপক কাম পৃষ্ঠপোষক জনাব সতীশ কুমার কাশ্যপ কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়। এ উপলক্ষে পিসিএমও ও চিরেকা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ডাঃ আর কে মুখার্জি, সংগঠনের সদস্যবৃন্দএ সময় মহিলা কল্যাণ সংস্থার কর্মকর্তা, সদস্য, বিভাগীয় প্রধান, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন, খেলোয়াড়রা বিভিন্ন বহিরঙ্গন এবং ইনডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাদের সেরা প্রদর্শন করে। কর্মচারী ও সমাজে সুস্থ জীবনধারা বিকাশের জন্য এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৬ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত চিরেকা স্পোর্টস অর্গানাইজেশন এই স্পোর্টস মিটের আয়োজন করে।

ঠাকুরনগরে মহামেলার জন্য যাত্রী রেকর্ড করুন

২০ মার্চ ঃ ১৮.০৩.২০২৩ তারিখে ঠাকুরনগরে মহামেলার জন্য রেকর্ড সংখ্যক যাত্রী চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ মহামেলা পরিদর্শনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা ঠাকুরনগরে আসছেন। উল্লেখ্য যে ঠাকুরনগর-জগদলপুর স্পেশাল, ঠাকুরনগর-কাঠগোদাম স্পেশাল, বনগা-লুমডিং স্পেশাল এবং বনগাঁ-আলিপুরদুয়ার জং স্পেশাল ট্রেনগুলি মহামেলায় যোগদান করতে ইচ্ছুক দর্শকদের সহজে চলাচলের জন্য চলছে। এছাড়া ঠাকুরনগর মেলার ভিড় মেটাতে ইএমইউ স্পেশাল ছুটছে। এগুলি হল- গেদে-ঠাকুরনগর ইএমইউ স্পেশাল, কৃষ্ণনগর জং- ঠাকুরনগর ইএমইউ স্পেশাল এবং ক্যানিং-ঠাকুরনগর ইএমইউ স্পেশাল। এইভাবে, ঠাকুরনগর মহামেলায আসা লোকদের সুবিধার্থে মেলএক্সপ্রেস সহ মোট ৫৮টি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৮.০৩.২০২৩ তারিখে ঠাকুরনগরের জন্য ৪৮৬৭ জন যাত্রীর রেকর্ড করা হয়েছে যা আগের বছরের ১৮ মার্চ রেকর্ড করা ৩১০০ যাত্রীর তুলনায় ৫৭বেশি। ঠাকুরনগর মেলার জন্য ১৮.০৩.২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত যাত্রী থেকে উপার্জন রেকর্ড করা হয়েছে । ৪৫,৮৭৫- যা টাকা আয়ের থেকে ৪১.৪ বেশি। ৩২,৪৩৫-আগের বছরের ১৮ মার্চ রেকর্ড করা হয়েছে। মেলা দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ঠাকুরনগর স্টেশনে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল। টয়লেট ও স্টেশন চত্বরে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২০ মার্চঃ রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলির চলমান সময় একটি অতিরিক্ত ভ্রমণের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। এই ট্রেনের রুট, স্টপেজ, সময় এবং কোচের গঠন একই থাকবে। ০৫০০৫ গোরখপুর-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেন যা প্রতি শুক্রবার ১৭ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত চলছিল তা ২৪ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ০৫০০৬ অমৃতসর-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন যা প্রতি শনিবার ১৮ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত চলছিল তা ২৫ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ০৫০৫৯ গোরখপুর-¯ ১৭ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলা লোকমান্য তিলক টার্মিনাস বিশেষ ট্রেনটি ২৪ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

[redacted]

Name Change

I, BOBITA SAHA, D/O SUNIL DHAR,W/O SAMBHU SAHA , R/O 40B, RABINDRA NAGAR, BON-HOOGHLY GOVT COLONY, P.O.-ISI, P.S. - BARANAGAR,DIST - NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS BABITA SAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/03/2023.

Name Change

I, FIRDAUS HASRATUL (old name) S/o AHMAD HUSSAIN KHAN resident of 84/1A, RIPON STREET, FLAT NO. 3, 2ND FLOOR, KOLKATA-700016 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HASRATUL FIRDAUS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. FIRDAUS HASRATUL and HASRATUL FIRDAUSboth are same and one identical

Name Change

I, SUCHATA SINHAHAJARI (old name) D/o DIPAL SINHAHAJARI resident of 5, Vidyasagar street, Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUCHETA SINHAHAJARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. SUCHATA SINHAHAJARI and SUCHETA SINHAHAJARI both are same and one identical person.

Name Change

I, KRISHNA CH DAS (old name) S/o HARADHAN DAS resident of Vill-Manikpur, PO-Belmuri, PS-Dhaniakhali, Dist-Hooghly, Pin-712302 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforthbe known as) KRISHNA CHANDRA DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. KRISHNA CH DAS and KRISHNA CHANDRA DASboth are same and one identical person.

Name Change

I, JAGRIT KAUR HANSARA (old name) S/o JAGJIT SINGH resident of 1B, DR Girindra Sekhar Bose Road Kolkata - 700039 PS: Kasba, PO: Tiljala WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JAGRIT KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. JAGRIT KAUR HANSARA and JAGRIT KHANboth are same and one identical person.

Name Change

I, MD AHMED ALI GAZI(old name) S/o LATE MOHAHHED YUSUF ALI resident of Nandagarh, PO-Kazipara, PS-Barasat, North 24 Parganas, Pin-700124 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD AHMED ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. MD AHMED ALI GAZI and MD AHMED ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, HITA DAVE (old name) S/O MANISH DAVE Resident of 200A, Shyama Prasad Mukherjee Road, Kolkata-700026 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HITA MANISH DAVE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. HITA DAVE and HITA MANISH DAVE both are same and one identical person.

Name Change

I, RESHMA GAZI (old name) W/o MD AHMED ALI resident of Nandagarh, PO-Kazipara, PS-Barasat, North 24 Parganas, Pin-700124 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RESHMA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. RESHMA GAZIand RESHMA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, SATISH CHANDRA BANSAL alias SATISH CHAND(old name) S/o JAGDISH PRASHU BANSAL resident of 16/A, Girish Banerjee Lane, PO + PS – Howrah, Dist-Howrah, Pin-711101 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SATISH CHAND BANSAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. SATISH CHANDRA BANSAL, SATISH CHANDand SATISH CHAND BANSAL both are same and one identical person.

Name Change

I, KAJI ASADUL HOSSEN resident of Nilut Barddhaman, Pasanda, Purba Bardhaman-713421 WEST BENGAL, Indiado hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name KAZI NURHASAN instead of KAJI NUR HASSAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. KAZI NURHASAN and KAJI NUR HASSAN both are same and one identical person.

গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার মিটিং রুমে উত্তর পূর্ব রেলে চলমান প্রকল্পগুলির একটি পর্যালোচনা সভা

গোরখপুর, ২০ মার্চ ঃ সদস্য পরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড শ্রী আর.এন. সানকার ১৯ মার্চ, ২০২৩-এ গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার মিটিং রুমে উত্তর পূর্ব রেলে চলমান প্রকল্পগুলির একটি পর্যালোচনা সভা করেছিলেন। বৈঠকে, উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব এ কে মিশ্র, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরের প্রধান বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় প্রধান, প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক যান্ত্রিক কর্মশালা সংকেত কর্মশালা সেতু কর্মশালা। গোরখপুর, রেল বিকাশ নিগমের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায়, সদস্যপরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ডকে প্রকৌশল, নির্মাণ এবং সংকেত ও টেলিকম বিভাগের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব রেলে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সদস্যপরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড শ্রী আর.এন. সানকার বলেন, রেলওয়ের কাছে সরকারের প্রত্যাশা অনেক বেশি। যার উপর আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় রেলের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রথম বছরে এক হাজার কি.মি. আগে ট্র্যাক তৈরির কাজ হতো, আজ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কি.মি. ট্র্যাক স্থাপন করা হচ্ছে। আগামী সময়ে প্রতি বছর দশ হাজার কি.মি. লক্ষ্য একটি ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়. আগে বোর্ডে প্রস্তাব পাঠানো হলে অনুমোদন পেতে কয়েক মাস লেগে যেত। এখন এই ধরনের প্রস্তাব দিন বা এমনকি ঘন্টার মধ্যে অনেকবার অনুমোদিত হয় । বাজেটের কোনো সমস্যা নেই। মহাব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলো আরও দ্রুত করা যায়, অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। আপনি তাদের আপ বাস করতে হবে. শ্রী সুঙ্কর বলেন, আজ জনগণের প্রত্যাশার কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। এই ROBRU-এর জন্য নিরাপত্তা এবং অপারেশন উন্নত করতে লেভেল ক্রসিং গেটগুলি বাতিল করতে হবে। করার পর্যাপ্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে। সিগন্যালিং, বিদ্যুতায়ন, দ্বিগুণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। চ্যালেঞ্জ অনেক, যা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে মোকাবেলা

করতে হবে। তিনি বলেন, লোডিংয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে আয় বাড়তে পারে। ট্রেনের গতি বাড়াতে হবে, যাতে কম সময়ে যাত্রী ও পণ্য গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি। আমাদের সবাইকে আমাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করতে হবে। সবাই মিলে দলবদ্ধভাবে কাজ করলে কাজ সহজ হবে। এখানে প্রত্যেকেই তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ। একসঙ্গে কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করুন, যাতে সাধারণ মানুষ এর সুফল পেতে পারে। সরকারের ভাবনা ও প্রত্যাশার কথা মাথায় রেখেই আমাদের সবাইকে দ্রুত গতিতে কাজ করে রেলপথকে এগিয়ে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত, তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি বলেছিলেন যে সমগ্র ভারতীয় রেলে ভাল কাজ হচ্ছে, আমাদেরও এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। এর আগে, শ্রী চন্দ্র বীর রমন, জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, সদস্যপরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড শ্রী আর.এন. স্বাগত জানিয়ে সুঙ্কর বলেছেন যে উত্তরপূর্ব রেলপথ যাত্রীমুখী রেলপথ যেখানে আমাদের যাত্রীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। উত্তরপূর্ব রেলওয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত অনেক কাজ, যেমন দ্বিগুণকরণ, গেজ রূপান্তর, বিদ্যুতায়ন, নতুন লাইন নির্মাণ, স্টেশনগুলির আপগ্রেডেশন, ট্রেনের গতি বাড়ানো সংক্রান্ত কাজগুলি দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে। যার মধ্যে উত্তরপূর্ব রেলের সমস্ত বিভাগ একসঙ্গে কাজ করছে। প্রকৌশল বিভাগের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব রঞ্জন একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। প্রতিষ্ঠানের চার্ট, লাইনের স্থিতি, নির্মাণাধীন লাইন, গেজ রূপান্তর, রোড ওভার ব্রিজ, সেতুর নিচে রাস্তা, লেভেল ক্রসিং গেট, ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ, স্ক্র্যাপ নিস্পত্তি, লুপ লাইনের গতি বৃদ্ধি, বিভাগীয় গতি বৃদ্ধি, রেলওয়ে ওয়েল্ড ব্যর্থতা অপসারণ, ট্র্যাক মেশিনের কাজ সহ এবং এর অগ্রগতি, অনুমোদিত সেতুর কাজ, স্টেশনগুলির প্রধান আপগ্রেডেশন কাজ, গোরখপুর, কাঠগোদাম, গোন্ডা, ছাপরা, গোমতীনগর স্টেশনগুলির আপগ্রেডেশনের অবস্থা, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির অবস্থা, কর্মচারীদের অবস্থা এবং শূন্যপদগুলি বিস্তারিতভাবে হাইলাইট করা হয়েছে। রেলওয়ে উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড রেলওয়ের চলমান প্রকল্পের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করে। যার মধ্যে বেনারসমধো সিংপ্রয়াগরাজ সেকশনের দ্বিগুণ করার অগ্রগতি, ফাফনা-ইন্দারা-মৌ-শাহগঞ্জ সেকশনের অগ্রগতি, মৌতাদিঘাট নতুন ব্রডগেজের অগ্রগতি, গাজীপুরে গঙ্গা নদীর উপর রেলকামসড়ক সেতু নির্মাণের অগ্রগতি, অন্যান্য সেতুর কাজ শ্রী সুঙ্করকে চালু করার লক্ষ্য, লখনউ-সীতাপুর-পিলিভীত-লখিমপুরের গেজ রূপান্তরের কাজের অগ্রগতি, শাহগড়-পিলিভীত কাজের অগ্রগতি, পিলিভীত টাইগার রিজার্ভ এলাকার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। নির্মাণ সংস্থা দ্বারা কাজ করা হচ্ছে যেমন কুসমহি থেকে গোরখপুর, ডোমিনগড় তৃতীয় লাইন, গোন্ডা-বুড়োয়াল তৃতীয় লাইন, ছাপরা-বালিয়া।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে ওটস, রয়েছে স্যাপোনিনস,প্রাকৃতিক ক্লিনজার

পেটও ভরবে, আর শরীরে ক্যালোরিও যাবে অনেক কম, এমন খাবারের খোঁজ সকলে করেন কি, জেনে নিন সেটা কি ধরনের খাবার। বিকল্প হতে পারে ওটস। এর মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই রয়েছে। ওজন কমানোর জন্য সবার আগে ওটস খাওয়ারই পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তাই, স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিদের ব্রেকফাস্টের মেনুতে আর কিছু না থাকুক, ওটমিল থাকবেই! এতে রয়েছে নানা পুষ্টিকর উপাদান। ফাইবার, খনিজ এবং ভিটামিনের মতো পুষ্টিতে ভরপুর ওটস।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ওটমিল খুবই ভালো। কারণ ওটস ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়, দাগছোপ দূর করে এবং ত্বক পরিষ্কার রাখে। জেনে নিন, ত্বকের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে ওটস-ওটস ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে দারুণ কার্যকর। এতে রয়েছে স্যাপোনিন, যা ত্বককে আলতোভাবে এক্সফোলিয়েট করে, ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে। ত্বকের নানা সমস্যা দূর করে ওটস। ওটমিলে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি গুণ, যা ত্বকের চুলকানি, শুষ্কভাব এবং জ্বালাভাব কমায়। ওটমিল ত্বকের শুষ্করুক্ষভাব দূর করে এবং ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে তোলে। ত্বককে হাইড্রেট এবং উজ্জ্বলও রাখে। তাছাড়া, ওটমিল প্রোটিন এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, যা

ত্বকের জন্য খুব উপকারি। ত্বকে তেল, ময়লা জমে থাকলে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। ব্রণপ্রবণ ত্বকের জন্যও দারুণ কাজ করে ওটস। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেলকে শুষে নেয় এবং ব্রণ নিরাময .করে। এছাড়াও, ওটসে রয়েছে জিঙ্ক, যা ব্রণসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিযা মেরে ফেলে। ওটসে রয়েছে স্যাপোনিনস, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক ক্লিনজার। এই উপাদানের গুণেই ত্বকের সব ময়লা সাফ হয়। ত্বকের মৃত কোষ এক্সফোলিয়েট করে, বয়সের দাগছোপ ও ব্রণের দাগ দূর করে, ব্ল্যাকহেডস দূর করে এবং ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে। দুই কাপ ওটস গুঁড়ো করে, তার সঙ্গে এক কাপ দুধ এবং এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন ভালো করে। এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ৪ বার এই ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। সসপ্যানে কয়েক চামচ ওটস নিন। তার মধ্যে পরিমাণমতো জল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। ওট্স সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে টম্যোটো কুচি দিয়ে ফোটান। একটি থকথকে মিশ্রণ তৈরি হলে আঁচ নিভিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এই মিশ্রণটি পুরো মুখে মাখুন। মিনিট কুড়ি রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

কালো চুলের স্বপ্ন সকলেরই থাকে! চুল ভালো রাখার জন্যে বাজারচলতি নানা হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্টও ব্যবহার করেন সকলে। সব বাজারচলতি প্রোডাক্টই যে খারাপ হয়, এমনটা নয়। তবে নানা প্রাকৃতিক উপাদানও কিন্তু চুলের জন্য বেশ ভালো। যেমন জবা ফুল ও জবা পাতা চুলের জন্য ভীষণ উপকারী। জবা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, কোলাজেন এবং কেরাটিন সংশ্লেষণকে উন্নত করে এবং চুলের জন্য খুবই পুষ্টিকর। জবা গাছের পাতা আর ফুলে রয়েছে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। এই সব উপাদান স্ক্যাল্পে পুষ্টি যোগায়, নতুন চুল গজাতে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জেনে নিন চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার করবেন জবা ফুল ও জবা পাতা।

কয়েকটি জবা পাতা বেটে, তার সঙ্গে পেঁয়াজের রস, ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল এবং রোজমেরি এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চুলে ভালো করে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলুন।এক মুঠো কারি পাতা এবং এক মুঠো জবা পাতা ভালো করে বেটে নিন। এই পেস্টে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল মিশিয়ে স্ক্যাল্প ও চুলে লাগান। কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর আরও ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন।

পাকা পেঁপে খেলেও লাভ, মাখলেও লাভ, ত্বকে ফিরবে জেল্লা

পাকা পেঁপে। খেতেও ভাল, মাখলেও ভাল! এমনটাই বলছেন এক রূপ বিশেষজ্ঞ। প্রতিদিন রূপচর্চায় পাকা পেঁপে ব্যবহার করলে ত্বক শুধু উজ্জ্বল হবে না, ত্বকের নানা সমস্যাও দূর হবে। কীভাবে ব্যবহার করবেন পেঁপে দেখে নিন- সপ্তাহে ৩ থেকে ৪ বার পেঁপের নরম পাকা অংশ হাতের তালুতে চটকে নিয়ে মুখে, ঘাড়ে, হাতে এবং পায়ে ভাল করে মেখে নিন। কিছুক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ত্বকের জেল্লা ফেরাতে দারুণ কাজ করবে এই পাকা পেঁপে। একটি পাতিলেবুর রসের সঙ্গে হাফ কাপ পাকা পেঁপে চটকে মিশিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাকটি মুখে ব্রাশের সাহায্যে ভাল ভাবে লাগিয়ে নিন। ৩০মিনিট পর শুকিয়ে এলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একদিন এই প্যাকটি ব্যবহার করুন। ত্বকের ময়লা দূর করতে দারুণ সাহায্য করবে এই ফেসপ্যাক। এক কাপ সবুজ পেঁপে ব্লেন্ডার এ ব্লেন্ড করে নিন সাথে ১ চা চামচ ভিটামিন ই তেল, মধু এবং টকদই মিলিয়ে নিন। মুখে মেখে ম্যাসাজ করুন। ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা জল দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। পেঁপের বিভিন্ন উপকারি এনজাইম মুখের রোদে পোড়া দাগ এবং কালো ভাব দূর করতে সাহায্য করে। নাক বা থুতনির কালো দাগ, কনুই বা হাঁটুর কালো দাগসহ বিভিন্ন দাগ দূর করে পেঁপের এই এনজাইম।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা দূরীকরণের দাবিতে পথে নামলো এবিভিপি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা দূর করতে হবে এই দাবি তুলে পথে নামলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কুশপুতুল দাহ করা হয়। ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই উপাচার্য, ফিন্যান্স অফিসার সহ আধিকারিকেরা ফলে বর্তমানে অচলবস্থার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তাই অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা কাটাতে উপাচার্য নিয়োগের দাবি তোলা হয়। এদিন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক শুভব্রত অধিকারী জানান, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসেন, উৎকর্ষতার জন্য এই প্রতিষ্ঠান, শুধু বাংলা নয় পুরো ভারতবর্ষে বিখ্যাত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা কাটাতে হবে না হলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ণায় বসার হুমকিও দেন।

ডাক্তার ভাঁড়িয়ে বাঙালি মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, ১৬ লাখ প্রতারণা! ধৃত নাইজেরিয়ার যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ মার্চ ঃ ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ফেসবুকে প্রথমে বন্ধুত্ব। তারপর মহিলার কাছ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এমনই প্রতারণার শিকার হন মালদার এক মহিলা। সেই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগের তদন্ত নেমে উত্তরপ্রদেশ পুলিস ও মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করল অনলাইন আর্থিক প্রতারণা চক্রের অন্যতম চাঁইকে। ধৃত ব্যক্তি নাইজেরিয়ান নাগরিক। নাম চিবুঝো ক্রিস্টিয়ানো। দিল্লির নয়ডা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিস। এর আগেও আর্থিক প্রতারণা মামলায় এক নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই অভিযুক্ত চিবুঝো ক্রিস্টিয়ানোকে গ্রেফতার করে পুলিস। এদিন ধৃতকে মালদা আদালতে তোলা হয়। মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। জানা গেছে, মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকার এক মহিলার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব করে নাইজেরিয়ান ওই যুবক। নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিত। ফেসবুকে তাদের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এরপর মালদা এসে ওই মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় অভিযুক্ত নাইজেরিয়ান যুবক। তারপরই ওই নাইজেরিয়ান যুবক দিল্লির কাস্টম অফিসে এসে সমস্যায় পড়েছে বলে গল্প ফাঁদেন ওই মহিলার কাছে। এরপরই মালদার বাসিন্দা ওই মহিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠায় অভিযুক্ত। এইভাবে দু' মাসের ব্যবধানে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা সে হাতিয়ে নেয় মহিলার কাছ থেকে। তারপরই যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয় অভিযুক্ত। যোগাযোগ ছিন্ন করে বেপাত্তা হয়ে যায় সে। প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে এরপরই ওই মহিলা মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্তে নামে মালদা সাইবার ক্রাইম থানা। তদন্তে নেমে মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিসের একটি দল দিল্লি যায়। সেখান থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মালদায় নিয়ে আসে। এর আগে বেনেডিট নামে আরেক নাইজেরিয়ান যুবককেও গ্রেফতার করেছে পুলিস।

বগটুই হত্যাকাণ্ডের এক বছর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২০ মার্চ ঃ দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। বিশে মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক সুখ দিবস। এক খুনের বদলা হিসেবে দশ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। আজ সেই অভিশপ্ত ২১ মার্চ। ভয়াবহ রাত পোহালেই বগটুই নারকীয় হত্যাকান্ডের স্মৃতি স্মরণ করাবে রাজ্যের মানুষকে। এই হত্যাকান্ড নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপি শহিদবেদি করে নিহতদের স্মরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগেই। এবার একই পথে হাঁটলো তৃণমূল। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ মার্চ রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় ভাদু শেখকে। নিহত ভাদু শেখ রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। এই খুনের পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ ভাদু অনুগামীরা পেট্রোল ছড়িয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে ১০ জনকে। তাদের মধ্যে একজন শিশুকন্যা এবং নববিবাহিত জামাই ছিলেন। বাকিরা সকলেই মহিলা। এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। ২৪ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী বগটুই গ্রামে পৌঁছে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। গ্রামে দাঁড়িয়ে দলের ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। সেখান থেকেই নতুন ব্লক সভাপতি হিসাবে সৈয়দ সিরাজ জিম্মির নাম ঘোষণা করে যান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর তড়িঘড়ি পুলিশ গ্রেফতার করে অনারুলকে। তিনি এখনও জেলে বিচারাধীন বন্দি। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বগটুই কাণ্ডের তদন্তে সিআইডিকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। তদন্তে নেমে সিবিআই গণহত্যা কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এমন ২৯ জনকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি ভাদু খুনের অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করে জাল গুটিয়ে নিয়ে এসেছে। বগটুই হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখকে গ্রেফতার করা হলেও গতবছরের ১২ ডিসেম্বর সিবিআই হেফাজতে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এই নিয়ে সিবিআই কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায়। গুটিয়ে নেওয়া হয় সিবিআইয়ের রামপুরহাটের অস্থায়ী অফিস। এদিকে মাসখানেক আগেই বিজেপির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় তারা ২১ মার্চ শহিদদের স্মরণ করবে। সেই মতো গ্রামে শহিদবেদি গড়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ২১ মার্চ বিকেলে গ্রামে যাবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা জানান, প্রথমে গ্রামে তৈরি হওয়া শহিদবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর গ্রামে একটি মিছিল হবে। সব শেষে পথসভার সম্ভবনা রয়েছে। বিজেপিকে টেক্কা দিতে তৃণমূলও প্রায় একই জায়গায় বেদি তৈরির কাজ শুরু করেছে। দলের ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি জানান, বেলা ১১ টার দিকে শহিদবেদিতে মাল্যদান করে মৃতদের স্মরণ করা হবে। উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে ওইদিন দুপুরে বগটুই মোড় থেকে একটি মিছিল বের করবে বলে জানা গিয়েছে।

সামসেরগঞ্জে মাদক সহ রাজ্য পুলিশের এসটিএফের জালে চার যুবক

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ২০ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে হানা দিয়ে মাদক সহ রাজ্য পুলিশের এসটিএফের জালে চার যুবক। তাদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন এবং একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোপন সূত্রে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ মাদক পাচারের খবর পায়। সেই অনুযায়ী বেশ কয়েকজন আধিকারিক রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ডাকবাংলো মোড়ে হানা দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ওই এলাকায় চারজন যুবককে দেখতে পাওয়া যায়। একটি বাইকে চড়ে ওই এলাকায় আসে তারা। তাদের প্রথমে আটক করা হয়। শুরু হয় তল্লাশি। ধৃতদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা হল রাজিবুল হাসান, তওবর শেখ, শেখ মতিবুর রহমান, সাহেব শেখ। ধৃত বছর ছাব্বিশের রাজিবুল অসমের বাসিন্দা। তওবর, শেখ মতিবুর, সাহেব প্রত্যেকেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত থাকতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের জেরা করা সমস্ত তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে বলেই খবর।

নকশালবাড়িতে বাতারিয়া নদীর কৃষিবাঁধ সংস্কার চেয়ে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির বাতারিয়া নদীর কৃষিবাঁধ সংস্কারের জন্য শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন নকশালবাড়ি এবং মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা। বাতারিয়া নদীর বাঁধগুলি দ্রুত সংস্কারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নবান্নতে চিঠি দিলেন কৃষকরা। চিঠিতে এলাকার ৭০ জন কৃষকের স্বাক্ষর, মণিরাম ও নকশালবাড়ি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের স্বাক্ষর এবং নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের স্বাক্ষর রয়েছে। ডাকযোগে ওই চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি ই-মেল করেন কৃষকরা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোটের আগে নকশালবাড়ি ব্লকে বাতারিয়া নদীর কৃষিবাঁধগুলি সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন এলাকার কৃষকরা। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলেও কেউই কৃষিবাঁধগুলি সংস্কারের দিকে নজর দেয়নি। ইদানীং নকশালবাড়ি ও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু কৃষক জলের অভাবে চাষবাস করতে পারছেন না। তিন ফসলি জমিগুলি এক ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। এবারেও অনেক কৃষক বোরো ধানের জন্য জমিতে বীজ বুনেছেন। কিন্তু জলের অভাবে সেচের সমস্যা হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন কৃষকরা। অভিযোগ, বাম আমলে তৈরি বাতারিয়া নদীর কৃষিবাঁধগুলি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেশিরভাগ বাঁধের লকগেট ভেঙেছে, কোথাও কচুরিপানায় ঢেকে গিয়েছে বাঁধের সেচনালাগুলি, আবার কোথাও ক্যানেলের স্লুইসগেট বিকল হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ। নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত মণিরাম এবং নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত বাতারিয়া নদীতে চারটি বাঁধ রয়েছে। এই চারটি বাঁধ থেকে এলাকার কয়েক হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদ হয়। এর মধ্যে কিলারামজোতের বাঁধ, কোটিয়া জোতের বাঁধ, জয়শিংজোতের বাঁধ এবং রঘুজোতের পাহাড়িয়া বাঁধের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কোটিয়াজোত এবং রঘুজোতের পাহা।য়িা বাঁধ ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সেচ দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়েছিল। যার বর্তমান অবস্থা বাঁধে লোহার গেট বলতে কিছুই নেই। বাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেচনালাগুলি দখলে এবং জঙ্গলে বন্ধ হতে চলেছে। অন্যদিকে জয়শিংজোতের বাঁধটিতে মাটির বস্তা দিয়ে কোনওরকমভাবে জল তুলছেন কৃষকরা। নদীর বাঁধগুলিকে নিয়ে প্রশাসনের উদাসীন মনোভাবে ক্ষোভে ফুঁসছেন কৃষকরা। একতা কৃষক সমাজ সংঘের সভাপতি মনোরঞ্জন সিংহ জানান, বাতারিয়া নদীর বাঁধের মেরামতের জন্য বহুবার বিধায়ক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই সমস্যার সমাধানে নজর দেয়নি। জলের অভাবে কৃষিকাজ করতে পারছেন না কৃষকরা। শেষ ভরসা মুখ্যমন্ত্রী।

দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ মার্চ ঃ দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারেজের সেচখাল থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার সকালে বড়জোড়া থানার পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় এই মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বড়জোড়া থানার পখন্না অঞ্চলের সমবায় পাম্প সেন্টার সংলগ্ন দুর্গাপুর ব্যারেজের ৪৩২ ডিভিসি সেচখালে এক অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষের দেহ ভাসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

রাম নবমী উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বিভিন্ন সংগঠন, শোভাযাত্রা ফুলবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ আগামী ৩০ মার্চ রামনবমী। এই উপলক্ষ্যে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে ফুলবাড়িতে। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১০ দিন আগে থেকেই রাস্তায় নেমে পড়লেন রামনবমী মহোৎসব সমিতির সদস্যরা। সোমবার সকাল থেকেই ফুলবাড়ির বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া পতাকা ও ফ্লেক্স লাগাতে দেখা রামনবমী মহোৎসব সমিতির সদস্যদের। এই বিষয় সংগঠনের সদস্যরা জানান, রামনবমী উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মত এবছরও ফুলবাড়ি থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এই শোভাযাত্রা ফুলবাড়ি বটতলা থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়িতে গিয়ে মিলিত হবে। এদিন ফুলবাড়ি সীমান্ত থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত গেরুয়া পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলার কাজ করছেন সংগঠনের সদস্যরা। এই শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষনের পাশাপাশি থাকছে ২০ ফুট লম্বা রাম মূর্তি। এবছর ফুলবাড়ি থেকে প্রায় ২০ হাজার ভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদী সংগঠনের সদস্যরা।

শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ আবারও শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার ওই এলাকায় একটি অবৈধ নির্মাণ জেসিবি - এর মাধ্যমে সম্পুর্ন ভেঙে দেয় শিলিগুড়ি পুরনিগম। অভিযোগ, আগে থেকে কোনো নির্দেশিকা না দিয়েই এই নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। তবে, পুরনিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসমঞ্জ ব্যানার্জি জানান, শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে তাদের আগাম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে পুরনিগমের পক্ষ থেকে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, টক টু মেয়র কর্মসূচিতে এই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এক বাসিন্দা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে নির্মানটি ভেঙে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পুরনিগমের পক্ষ থেকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার পর অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

দিদির সুরক্ষা কবচ, দূত-এর পাশাপাশি শুরু হল 'অঞ্চলে একদিন'

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনসংযোগে আরও জোর দিল তৃণমূল। দিদির সুরক্ষা কবচ, দিদির দূত-এর পাশাপাশি এবার 'অঞ্চলে একদিন' কর্মসূচি শুরু হল। সোমবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'অঞ্চলে একদিন' কর্মসূচিতে শামিল হলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিলা দাস সরকার। এদিন সকালে ক্ষীরেরকোট এলাকার এক মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিলা দাস সরকার। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়, ছিলেন তৃণমূল নেতা সমরেশ পাল, দেবজিত পাল, নির্ঝর দত্ত প্রমুখ। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিলা দাস সরকার সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ গুলি শুনেন পাশাপাশি ডালিমপুর হেমন্তময়ী এস সি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

পূর্ণবয়স্ক বাইসনের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ ঃ একটি পূর্ণবয়স্ক বাইসনের মৃতদেহ উদ্ধার হল। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোপনগর এলাকায়। এদিন ফালাকাটা মিলরোড ওভারব্রিজের কিছুটা দূরে রেল লাইনে স্থানীয় বাসিন্দারা বাইসনটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে রেলকর্মী ও জলদাপাড়ার বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। বাইসনটি রেললাইনের দুটি ট্র্যাকের মাঝখানে পড়েছিল সম্ভবত কোনো ট্রেনের ধাক্কায় বাইসনটি মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যু আসল কারণ জানা যাবে। বনদফতরের জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা বাইসনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে মৃতদেহ জলদাপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

দুর্গাপুরে সপরিবারে রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় মা, মাসতুতো ভাই-সহ ধৃত ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ মার্চ ঃ রবিবার দুর্গাপুরের মিলনপল্লি এলাকায় বাড়ির ভিতরে প্রশান্ত মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের এক পুত্র ও কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রশান্ত মন্ডল নিজের মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে পারিবারিক অশান্তির বিভিন্ন বিষয় এবং তাঁকে বারবার মানসিক চাপ ও নির্যাতনের বিষয় তুলে ধরেছিলেন মৃত্যুর আগে। অভিযুক্তদের মধ্যে তাঁর মায়ের নাম ছিল সর্বপ্রথম। কয়েকশো কোটি টাকার মালিক প্রশান্ত মণ্ডল। কেন তিনি পরিবার নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, তা নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠে। খুন, নাকি আত্মহত্যা, এই প্রশ্নে মৃতদেহ উদ্ধারের পরে পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পর ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুরে তৈরি হওয়া নতুন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের দুই বিশেষজ্ঞ। তাঁরা পরীক্ষা করেন বাড়ির চারপাশ সহ বাড়ির ভেতরের বিভিন্ন জায়গা এবং জিনিসপত্র ও নমুনা সংগ্রহ করেন। রবিবারই মা সহ আরও দুই আত্মীয় মোট তিনজনকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বুলারানি মণ্ডল, প্রশান্ত নায়েক ওরফে গৌতম এবং শিলা নায়েক। ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। বিভিন্ন ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

নেশার ইনজেকশন সহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত খাপরাইল মোড় এলাকায় বারসনা হোটেলের সামনে অভিযান চালিয়ে ১১৭ পিস নেশার ইনজেকশন সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম বিবেক শা, বয়স ৩৪ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি মূলতঃ ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করত। নেশার সামগ্রী নিয়ে সে অন্যান্য জায়গায় ডেলিভারি করত। সোমবার, ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

পুলিশের তরফে ভলিবল খেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ ঃ পুখুরিয়া এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে আয়োজিত হলো এক জমজমাট ভলিবল খেলা অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করে মালদার পুখুরিয়া থানার পুলিশ। আরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিরা। মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগ মতো পুখুরিয়ায় এই ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া দুই ব্লক বিডিও নিশিত কুমার মাহাতো, পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী, রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জী এছাড়াও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। পুলিশের সাথে সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেই লক্ষ্যে এই ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেই, সেই বিষয়ে বার্তা রাখা হয়। প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের কাজ জন্য রয়েছে বার্তা রাখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Reg Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
• E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ

সাধারণ জনসাধারণকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে দেনাদারের দ্বারা নিয়মিত নয় এমন গোল্ড লোন, GL12255001, GL12302438, GL12311558, GL12372921, GL12434891, GL12435829, GL12559056, GL12568245, GL12595472, GL12728597, GL14524152, GL14585286, GL14687601, GL14699671, GL14764337, GL14823324, GL14856428, GL14895810, GL14930924, GL15067601, GL15109332, GL15116633, GL15135532, GL15170946, GL15174934, GL15178667, GL15255900, GL15259145, GL15278212, GL15297603, GL15301309, GL15348295, GL15385877, GL15420352, GL15435222, GL15440371, GL15467056, GL15532995, GL15534150, GL15553048, GL15567732, GL15568740, GL15579493, GL15588402, GL15589135, GL15610924, GL15621771, GL15625809, GL15629947, GL15654844, GL15664637, GL15740430, GL15748615, GL15754063, GL15805519, GL15816252, GL15870342, GL15873529, GL15898599, GL15901180, GL15902929, GL15916818, GL15920041, GL15926102, GL15943632, GL15953676, GL15960478, GL15963882, GL15964758, GL15973347, GL15990655, GL15998594, GL16009288, GL16019212, GL16052074, GL16113396, GL16114146, GL16115224, GL16134442, GL16135217, GL16160213, GL16191472, GL16210196, GL16215089, GL16215242, GL16220859, GL16237397, GL16295813, GL16329726, GL16346662, GL16362276, GL16364985, GL16387522, GL16400974, GL16422789, GL16451113, GL16461304, GL16468649, GL16474145, GL16474174, GL16505182, GL16508908, GL16538667, GL16541097, GL16543136, GL16548110, GL16553711, GL16555736, GL16555953, GL16556017, GL16563076, GL16587535, GL16592221, GL16597676, GL16615693, GL16625944, GL16629934, GL16631204, GL16638729, GL16639726, GL16664949, GL16672101, GL16691964, GL16696065, GL16702624, GL16717549, GL16717852, GL16767214, GL16768461, GL16769031, GL16778531, GL16786433, GL16823002, GL16825000, GL16828081, GL16828330, GL16860781, GL16862649, GL16885275, GL16905380, GL16911695, GL16973223, GL16987075, GL17020425, GL17036474, GL17058039, GL17089773, GL17108430, GL17109261, GL17109903, GL17110151, GL17114495, GL17116279, GL17137138, GL17141769, GL17150336, GL17156094, GL17164321, GL17167354, GL17168873, GL17173093, GL17175201, GL17175584, GL17178041, GL17195397, GL17204128, GL17204220, GL17204307, GL17230014, GL17249763, GL17252482, GL17269466, GL17269600, GL17282653, [illegible] GL22356221, GL22357099, GL22358120, GL22363331, GL22364179, GL22368156, GL22375977, GL22382578, GL22383227, GL22384305, GL22384624, GL22384720, GL22384809, GL22389654, GL22391726, GL22392218, GL22394857, GL22395604, GL22401347, GL22401840, GL22402262, GL22405055, GL22406751, GL22408601, GL22410417, GL22419828, GL22426751, GL22427287, GL22428868, GL22438728, GL22442657, GL22443088, GL22443191, GL22445446, GL22452768, GL22453650, GL22453837, GL22461572, GL22463882, GL22464793, GL22465866, GL22466720, GL22474309, GL22475906, GL22476150, GL22476616, GL22476633, GL22477209, GL22478550, GL22478583, GL22481877, GL22482364, GL22486857, GL22489203, GL22490165, GL22494587, GL22495272, GL22500678, GL22501863, GL22502146, GL22507313, GL22512555, GL22514538, GL22518113, GL22518900, GL22525036, GL22525718, GL22527389, GL22528247, GL22532727, GL22532845, GL22537141, GL22541105, GL22542433, GL22546470, GL22546833, GL22547327, GL22550355, GL22550618, GL22552558, GL22552666, GL22553698, GL22555884, GL22556496, GL22563853, GL22564209, GL22566822, GL22572210, GL22573572, GL22577324, GL22578398, GL22583341, GL22593359, GL22596170, GL22597691, GL22604542, GL22604919, GL22612050, GL22612823, GL22613622, GL22613807, GL22614715, GL22615954, GL22618064, GL22620334, GL22621359, GL22621821, GL22626394, GL22626424, GL22627326, GL22627569, GL22628224, GL22630810, GL22633395, GL22634792, GL22638231, GL22638424, GL22641548, GL22643974, GL22644296, GL22645663, GL22646502, GL22652623, GL22655324, GL22659679, GL22664630, GL22666935, GL22668181, GL22668589, GL22668715, GL22669056, GL22673759, GL22674025, GL22674543, GL22679117, GL22680180, GL22681759, GL22683732, GL22689516, GL22694909, GL22703762, GL22707678, GL22720487, GL22720678, GL22742102, GL22955601, GL23128823, GL23132622, GL23150823, GL23178671, GL23220852, GL23238164, GL23289485, GL23307470, GL23309309, GL23345827, GL23359509, GL23374399, GL23411292, GL23449404, GL23455635, GL23459536, GL23506708, GL23770864, GL23858937.

আমরা 24-03-2023বা তার পরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সোনার গহনাগুলির সকাল 10 টায় নিলাম পরিচালনা করছি সংশ্লিষ্ট উপজেলা / কেন্দ্র যেখানে এ জাতীয় ঋণ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ধরণের তালুকা এবং কেন্দ্রগুলির ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট www.iifl.com এ যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। পরিশোধে অক্ষম সমস্ত দেনাদারদের যথাযথভাবে নীলামের বিষয়ে এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়ে গেছে। দেনাদারদের অক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বন্দকী সোনার গহনা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত নিজ-নিজ তালুকা এবং কেন্দ্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। নীলামের পদ্ধতি নিজ-নিজ শাখায় প্রদর্শন করানো হয়েছে। কিন্তু যেকোনও ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত নীলামের দিন পর্যন্ত অনাদায়ী দেনাদারদের সম্পূর্ণ বাকী টাকা ফেরত দেওয়ার একটা পছন্দ আছে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রযোজ্য খরচ এবং তাদের লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার, এই নোটিশ জারী হওয়ার পরেও। যদিও, অনাদায়ী লোনগুলি যেগুলি বন্ধ হবে অথবা এই ঘোষণা প্রকাশের পরেও যা হল 21-03-2023-য়, তাদের এই ঘোষণার খরচ যথানুপাতে বহন করতে হবে।

বিডারদের (যারা নীলামে দর হাঁকে) 23-03-2023-য় সোনার গহনা পরীক্ষা করার জন্যে এবং তাদের প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সোনা নীলাম করা হবে "AS IS WHAT IS"-এর ভিত্তিতে। কোম্পানীর দ্বারা প্রবর্তিত প্রযোজ্য শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে নীলাম পরিচালিত হবে। যদি নীলাম অনাদায়ী অ্যাকাউন্টস্ নীলামের দিন সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে বন্দকী সোনার গহনা নীলাম করা হবে পরের দিনগুলিতে কোনও নোটিশ ছাড়া। নীলামের জন্যে শর্তাবলী কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছাধারায় করা হবে। দরের জন্যে নীলামে অংশগ্রহণ এবং সমর্থন, কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছার ওপরে হবে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনও অ্যাকাউন্টস্ নীলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব আছে কোনও খবর দেওয়ার পূর্বে এবং বাতিল করার অধিকারশআগে থেকে না জানিয়ে নীলামের তারিখ পরিবর্তণ করতে পারে।

তারিখ: 21-03-2023
অথরাইজড্ অফিসার
(আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড)

অন্য কিছু বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
IIFL FINANCE LTD., No.1, Shakesphere Sarani, 8th Floor, AC Market, Kolkata 700071, West Bengal • Contact: 90071 05223 / 74396 78189

চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের তাঁবুতে উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী

ফুটবলে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখালেন মমতা

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের তরফে সংবর্ধিত করা হলো আইএসএল খেতাবজয়ী এটিকে মোহনবাগানকে। এদিন নবান্নে যাওয়ার আগে মোহনবাগান ক্লাবে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতে ট্রফিটি তুলে দেন বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত এবং এটিকে মোহনবাগান অধিনায়ক প্রীতম কোটাল-সহ ফুটবলাররা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইএসএল জয়ী ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখানে ক্যাপ্টেন, কোচ, বেস্ট প্লেয়ার সকলেই আছেন। আপনারা এক্সেলেন্ট, গ্রেট, সুপার্ব। আপনাদের নাম ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। বিদেশি কোচ ও ফুটবলারদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের ভালোবাসা আপনাদের পরিবার, পরিজন ও বন্ধুদেরও জানাবেন। বাংলার অনেক ছেলে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দেশের হয়ে খেলছেন একরাশ স্বপ্ন নিয়ে। আমরা বুকভরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। আরও ভালো করুন। বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আপনারা বাংলার ধ্রুবতারা। বিশ্বকাপ নিয়ে আসতে চাই। এদিন বক্তব্যের মাঝে ইস্টবেঙ্গলের প্রসঙ্গে টেনে মমতা বলেন, ওরা এবার ভালো করে দল তৈরি করতে পারেনি। আমি কারও দোষ দেখছি না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল-সহ আমার কাছে সবাই সমান। ওরা শুরু করেছে অনেকটা দেরিতে। প্লেয়ার পেতে সমস্যা থাকায় টিম ভালো করে করতে পারেনি। আর্থিক অসুবিধা ছিল। আর মোহনবাগান আগেই খেলা খেলে দিয়েছে। সিইএসসি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার টাকার অভাব নেই। নানাভাবে সাহায্য করে, বাড়তি সাহায্য করে মোহনবাগান ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এটিকে মোহনবাগানকে নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, মোহনবাগান মোহনবাগান। এটিতে শুনতে ভালো লাগে না। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বলেছিলাম, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে কথা বলতে। মোহনবাগান সুপার চ্যাম্পিয়ন, এখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। সেই সময় দিদি-দিদি ধ্বনিতে মুখরিত হয় গোটা ক্লাব তাঁবু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অরূপকে গোয়ায় ফাইনাল দেখতে যেতে বলি। ও বলে বুকে চাপ হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আমি নিতে পারব না। আমি বললাম, ফাইনালে ওঠা মানেই জিতে যাওয়া। আইএসএল ফাইনালের আগে ভোরবেলা বাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, খেলা শুরুর আগেই দেখেছিলাম মোহনবাগান জিতে গিয়েছে। অরূপকে এসএমএস করে সে কথা জানাই। বলি চিন্তা করিস না। বাংলা আজ ভারতসেরা হয়েছে। আমরা গর্বিত। হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো! মোহনবাগান পথ দেখিয়েছে। এই ক্লাব শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দেশে সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাকে বিশ্বসেরা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, একদিন মোহনবাগান কেন ব্রাজিলের সঙ্গে খেলবে না? একদিন মোহনবাগান কেন পোল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে না? একদিন মোহনবাগান কেন ইতালির সঙ্গে খেলবে না? খেলতে হবে। সঙ্গে বিশ্বজয় করতে হবে। বাংলাকে অবহেলা করলে হবে না। বাংলা পারে করতে। বাংলা করে দেখাতে পারে। বাংলা জয় করতে পারে। আগামীদিনে আপনারা জয় করবেন। বিশ্বজয় করবেন। সেদিন মনে রাখবেন, আমি এই ছোট্ট কথাটা বলে গিয়েছিলাম। তার কারণ আমি মনে করি, সারা পৃথিবী একদিন আপনাদের দরজায় আসবে। আমাদের ওয়েলকাম করতে। শুধু মোহনবাগান নয়, পুরো দেশকেই সোমবার স্বপ্ন দেখান মুখ্যমন্ত্রী। যে স্বপ্নটা নিজেদের জীবনকালে একবার অত্যন্ত পূরণ হওয়ার আশায় আছেন আপামর ভারতবাসী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি, খেলা হয়েছে। আবার খেলা হবে। আবার জিততে হবে। আবার জিততে হবে। আবার জিততে হবে। বিশ্বজয় করতে হবে। আমি বিশ্বকাপ নিয়ে আসতে চাই। আমি বিশ্বকাপ নিয়ে আসতে চাই। আমি বিশ্বকাপ নিয়ে আসতে চাই আপনাদের মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে তিনি বলেন, আপনারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আপনারা বাংলার ধ্রুবতারা। এদিন মোহনবাগান সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করানোর জন্য এবং ক্লাবের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে মোহনবাগানকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই ক্লাব তাঁবু সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, স্টেডিয়ামে লাইট লাগানোর জন্য টাকা দিয়েছি আগে সরকারের তরফে। তিন প্রধানেই নৈশালোকের বন্দোবস্ত করেছি।

প্রস্তুতি শুরু করে দিল মুম্বই

মুম্বই, ২০ মার্চ ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে অনবদ্য পারফর্ম করছে হরমনপ্রীতের নেতৃত্বাধীন মুম্বই। অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন মরশুমের প্রথম প্রস্তুতিতে নামল মুম্বই। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ পাঁচ বার আইপিএল জিতেছে। গত সংস্করণ একেবারেই ভালো কাটেনি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ভারতীয় প্লেয়ারদের পাশাপাশি অনেক বিদেশি ক্রিকেটারই পৌঁছে গিয়েছেন। গত মরশুমে ১০ দলের মধ্যে সবার শেষে ছিল পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নরা। তার অন্যতম কারণ ছিল, দলের অভিজ্ঞতার অভাব। এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়েছিল এবং খেলিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। নতুন মরশুমের জন্য তাদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতির ব্যবস্থাও করেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে ইংল্যান্ড সফরে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে তারা। এর মধ্যে ছিলেন মুম্বইয়ের তরুণ বিদেশি ক্রিকেটাররাও। এ বার সিনিয়রদের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করলেন তারা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ মার্ক বাউচারের এটি প্রথম মরশুম। প্রথম দিন থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু মুম্বইয়ের। বোলিং কোচ শেন বন্ড, ফিল্ডিং কোচ জেমস পামেন্টরাও ছিলেন। অনুশীলন শুরুর আগে প্লেয়ারদের সঙ্গে মিটিং করেন হেড কোচ মার্ক বাউচার। প্রথম অনুশীলন প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন কিপার ব্যাটার বাউচার বলেন, অনুশীলনের প্রথম কয়েকদিন পরস্পরকে জানার চেষ্টা করবেন ক্রিকেটাররা। বোঝাপড়া তৈরিতেই মূল ফোকাস থাকবে। কার কেমন খেলার ধরণ সেটা বোঝার চেষ্টা করব। টেকনিকাল অনুশীলনের একটা ভিত তৈরি করে নিতে হবে। ভিত শক্ত না হলে ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম অনুশীলনে ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন পীযুষ চাওলা, তিলক ভার্মা, হৃতিক শোকিন, কুমার কার্তিকেয়, আর্শাদ খান, রমনদীপ সিং, নেহাল বাধেরা, অর্জুন তেন্ডুলকর, রাঘব গোয়েল, বিষ্ণু বিনোদ, আকাশ মাধওয়াল, শামস মুলানি এবং বিদেশিদের মধ্যে ছিলেন বেবি এবি ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, ডুয়ান জানসেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ড এ দিনই পৌঁছেছেন। খুব তাড়াতাড়িই অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনিও। এ বারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম ম্যাচ ২ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে। অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করবেন রোহিতরা।

ইউপি ওয়ারিয়র্সের শেষ চার নিশ্চিত

মুম্বই, ২০ মার্চ ঃ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় দল হিসেবে প্লে অফ নিশ্চিত করল ইউপি ওয়ারিয়র্স। ফের একটা টানটান ম্যাচের সাক্ষী রইল ক্রিকেট প্রেমীরা। শেষ ওভার অবধি গড়াল সোমবারের ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচ। ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে সারাক্ষণ ধরে একটাই ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, 'ইউপি ওয়ারিয়র্স, ইউপি ওয়ারিয়র্স।' এটা আরও বেশি করে তাতাচ্ছিল সোফি-তাহিলা-হ্যারিসদের। গুজরাট জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতে প্লে অফের টিকিট পাকা করল ইউপি। ইউপির কাছে আজ সুযোগ ছিল এক ম্যাচ বাকি থাকতেই প্লে-অফ নিশ্চিত করার। টস ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি ইউপি ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলির। কিন্তু শেষ হাসি ফুটেছে ওয়ারিয়র্সদের মুখেই। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন গুজরাটের অধিনায়ক স্নেহ রানা। সোফিয়া ডাঙ্কলি ও লরা উলফার্টের ওপেনিং জুটি বেশ ভালোই এগোচ্ছিল। পঞ্চম ওভারে লরার (১৭) উইকেট তুলে নেন অঞ্জলি সর্বাণী। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে গুজরাটকে জোড়া ধাক্কা দেন রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়। ওভারের প্রথম বলে ওপেনার সোফিয়া ডাঙ্কলিকে (২৩) ফেরানোর পর ওভারের শেষ বলে হরলীন দেওলের (৪) উইকেট তুলে নেন রাজেশ্বরী। এরপর চতুর্থ উইকেটে অ্যাশলে গার্ডনার ও দয়ালান হেমলতা দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপটা গড়েন। এই জুটিতে ওঠে ৬১ বলে ৯৩ রান। ৩০ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হেমলতা। জায়ান্টসের এই জুটিই দীপ্তি-রাজেশ্বরীদের বেশ খানিকটা চাপে ফেলেছিল। এই জুটি ভেঙে ইউপিকে চতুর্থ সাফল্য এনে দেন অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য পার্শ্ববী চোপড়া। হেমলতা ফিরলেও ক্রিজে ছিলেন গার্ডনার। ৩৫ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন গার্ডনার। হাফসেঞ্চুরি করার পর বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি গার্ডনার। ৩৯ বলে ৬০ রান করে পার্শ্ববীর দ্বিতীয় শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন গার্ডনার। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কোনও উইকেট পাননি পার্শ্ববী। দ্বিতীয় ম্যাচে এক জোড়া গুরুত্বপূর্ণ উইকেট পেলেন। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান তোলে গুজরাট। ইউপির হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ও পার্শ্ববী চোপড়া। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন অঞ্জলী সর্বাণী ও সোফি এক্লেস্টন। ১৭৯ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে চাপে পড়ে যায় ইউপি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দ্বিতীয় ওভারে মনিকা প্যাটেলকে উইকেট দিয়ে বসেন অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি (১২)। পরের ওভারে কিরণপ্রভু নবগীরেকে (৪) ফেরান কিম গার্থ। ব্যাট হাতে দেবিকা ব্যর্থ (৭)। গুজরাটের মতো ইউপিও চতুর্থ উইকেটে জমাট জুটি বেঁধেছিল। তাহিলা ম্যাকগ্রা ও গ্রেস হ্যারিস চতুর্থ উইকেটে জুটিতে তোলেন ৫৩ বলে ৭৮ রান। তাহিলা-গ্রেস দু'জনই দুরন্ত ছন্দে ছিলেন। স্নেহ-তনুজারা চেষ্টা করেও উইকেট পাচ্ছিলেন না। ১৪ ওভারে গার্ডনার অবশেষে তাহিলা-গ্রেস জুটি ভেঙে দেন। ৩৮ বলে ৫৭ রান করে মাঠ ছাড়েন তাহিলা। এরপর সোফি এক্লেস্টনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন হ্যারিস। ১৭.৩ ওভারে গ্রেস হ্যারিসের ক্যাচ মিস করেন স্নেহ রানা। পরের বলেই ছক্কা হাঁকান হ্যারিস। ১৯তম ওভারে হ্যারিসকে ফেরানে কিম গার্থ। ৪১ বলে ৭২ রানের দুরন্ত ইনিংস শেষ করে যখন হ্যারিস মাঠ ছাড়েন, সেই সময় দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৭ রান। শেষ ওভারে রান আউট হন সিমরন। ক্রিজে ছিলেন সোফি এক্লেস্টন ও অঞ্জলী সর্বাণী। ১ বল বাকি থাকতেই চার মেরে দলকে জেতান সোফি। একই সঙ্গে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী সংস্করণের প্লে অফে পৌঁছে গেল ইউপি।

বেঙ্গালুরুতে সাফ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ ২০২৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসতে চলেছে কর্নাটকে। ভারতের দক্ষিণের রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে বসবে ২০২৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এআইএফএফের তরফে। ২১ জুন থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে এই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ভারতে চতুর্থবার আয়োজন হতে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ার এই 'মার্কি' ফুটবল টুর্নামেন্টের। এআইএফএফের তরফে জানানো হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল ফেডারেশনের সমস্ত সদস্য দেশগুলো এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। এই টুর্নামেন্টে সমস্ত সদস্য দেশগুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। গ্রুপ পর্যায়ে রাউন্ড রবিন পর্যায়ে খেলা হবে। এরপর দুটি গ্রুপের প্রথম দুই দল সরাসরি যাবে সেমিফাইনালে। এই টুর্নামেন্টের ড্রয়ের তারিখও কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে। এআইএফএফের সভাপতি কল্যান চৌবে জানিয়েছেন, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আমাদের কাছে দারুন একটা সুযোগ। এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসা এবং সৌভ্রাতৃত্বের প্রচারের এটা একটা দারুন সুযোগ আমাদের কাছে। আমি নিশ্চিত এই বিষয়ে আমরা প্রতিটা দেশের প্রতিটা ফুটবলারের সাহায্য পাব। তারাও মুখিয়ে থাকবে এই বিষয়ে তাদের দেশের সম্মান বৃদ্ধিতে। আমি দু হাত খুলে খেলতে আসা দলের প্রতিটি সদস্যকে স্বাগত জানাতে চাই। বর্ডারের সবপাশেই আমরা সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিতে চাই। ফুটবল সেই বার্তা দেওয়ার অন্যতম সেরা মাধ্যম। আমাদের কাছে প্রতিটি দেশকে আমাদের এখানে স্বাগত জানানোর যে সুযোগ পাব তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার কল্যান চৌবে ভারতের হয়ে খেলার সময়ে দু'বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন। ১৯৯৯ সালে গোয়াতে এবং ২০০5 সালে করাচিতে বসেছিল এই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর।

মেসির পাশে কোচ

প্যারিস, ২০ মার্চ ঃ লিওনেল মেসি আর কিলিয়ান এমবাপের মতো দুই সুপারস্টারকে নিয়েও রেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে পিএসজি! এই হারে অবশ্য ফরাসি লিগের পয়েন্ট টেবিলে পিএসজির শীর্ষস্থানে সমস্যা হয়নি, কিন্তু তারকাবহুল দল নিয়ে এমন পরাজয় মানতে পারছেন না সমর্থকেরা। তারা প্রশ্ন তুলছেন মেসি-এমবাপেদের নিবেদন নিয়ে। আর এই জায়গাতেই আপত্তি পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়েরের। চোটের কারণে পিএসজির একদশে ছিলেন না নেইমার। বাকি দুজন থাকলেও মাঠে ছিলেন নিষ্প্রভ। এমনিতেই পিএসজিতে একতার অভাব নিয়ে অনেকদিন ধরেই সমালোচনা চলছে। তাই ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মেসিদের নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন উঠল। জবাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে গালতিয়ের বলেন, আপনারা খেলোয়াড়দের নিবেদন নিয়ে দোষারোপ করতে পারেন না। এটা সত্যি নয়।

ব্যাটারদের নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জাহির

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ বোলারদের দোষ নেই। ব্যাটাররা লড়াইয়ের মঞ্চটাই তৈরি করতে না পারলে বোলারদের কিচ্ছু করার নেই। চলতি ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ২টি ম্যাচ দেখে এমনই উপলব্ধি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসার জাহির খানের। জাহির স্পষ্ট চিহ্নিত করেন চলতি ওয়ান ডে সিরিজে ভারতীয় দলের প্রধান সমস্যার দিকটি। তাঁর দাবি, টিম ইন্ডিয়ার প্রধান সমস্যা টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ে। প্রথম দশ ওভারে ভারতীয় ব্যাটাররা শক্ত ভিত তৈরি করতে পারছেন না। মুম্বইয়ে কোনও রকমে জয় তুলে নিলেও সেকারণেই বিশাখাপত্তনমে একতরফা হারের মুখ দেখতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। সিরিজ আপাতত ১-১ সমতায় দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় তৃতীয় ম্যাচে উমরান মালিককে খেলানো উচিত কিনা এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে জাহির বলেন, প্রথম ম্যাচের স্কোর দেখুন, ওদের (অস্ট্রেলিয়াকে) ১৮৮ রানে অল-আউট করে দেয় ভারত। এই ম্যাচে (বিশাখাপত্তনমে) বোলারদের প্রভাব ফেলার কোনও সুযোগই ছিল না। কারণ, ব্যাটসম্যানরা বোলারদের জন্য মঞ্চই গড়তে পারেনি। বোলারদের কোথায় ভুল হচ্ছে, সেই আলোচনায় যেতে চাই না। তারা প্রথম ম্যাচে নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন করেছে। পরক্ষণেই জাহির বলেন, শেষ ২টি ম্যাচে যা ঘটেছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সমস্যাটা কোথায়। সমস্যা প্রথম ১০ ওভারে। ব্যাট হাতে তোমরা করছটা কী? মিডল অর্ডারের জন্য তোমরা মোটেও শক্ত ভিত গড়তে পারছ না। জাহির শেষে যোগ করেন, মিচেল স্টার্ক নতুন বলে যে চাপ তৈরি করছে, সেটা পরবর্তী বোলারদের জন্য মঞ্চ গড়ে দিচ্ছে। তারা এসে চাপ বজায় রাখর সুযোগ পাচ্ছে। একইভাবে যদি শুরুতেই পরপর উইকেট হারাতে থাকো, তবে পরের ব্যাটসম্যানদের উপরে মাঠে নেমেই সেরা বোলারদের সামলানো আরও চাপের হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, কীভাবে এই পরিস্থিতি এড়ানো যাবে, সেটাই আসল চ্যালেঞ্জ। কীভাবে বোলারদের জন্য যথাযথ মঞ্চ গড়ে দেওয়া যাবে, তার উপায় খুঁজতে হবে ব্যাটসম্যানদেরই। বাস্তবিকই ভারত দু'টি ম্যাচেই ব্যাট হাতে ইনিংসের শুরুটা ভালো করতে পারেনি। মুম্বইয়ের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে ১০.২ ওভারে মাত্র ৩৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে টিম ইন্ডিয়া। বিশাখাপত্তনমের দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে ভারত ৯.২ ওভারে ৪৯ রানে ৫ উইকেট হারায়। প্রথম ম্যাচের টার্গেট নিতান্ত কম হওয়ায় জয় তুলে নিতে অসুবিধা হয়নি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে জেতা সম্ভব হয়নি রোহিতদের পক্ষে।

বিশ্ব টেস্ট র‍্যাঙ্কিং

শীর্ষে অজিরা দ্বিতীয় ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের ফলাফলের নিরিখেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবছর কারা আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে। তবে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে লিগ টেবিলের উপরের দিকে থেকে অভিযান শেষ করার সুযোগ ছিল শ্রীলঙ্কার সামনে। যদিও তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করে। বরং নিউজিল্যান্ডের কাছে দ্বিতীয় টেস্টে পরাজিত হয়ে চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিলে আরও একধাপ পিছিয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্র। চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত যাবতীয় লিগ ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে শ্রীলঙ্কা অবস্থান করে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে। তারা ইংল্যান্ডের কাছে পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে দুই ম্যাচের সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে ৮ থেকে একলাফে ৬ নম্বরে উঠে আসে নিউজিল্যান্ড। লিগ টেবিলের শীর্ষে থেকে অভিযান শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে থাকে ভারত। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে এই দু'দল। দক্ষিণ আফ্রিকা তিন নম্বরে থেকে এবারের মতো যাত্রা শেষ করে। ইংল্যান্ডের চূড়ান্ত অবস্থান হয় চার নম্বরে। নিউজিল্যান্ড ২ ধাপ লাফ দেওয়ায় পয়েন্ট টেবিলে পিছিয়ে পড়তে হয় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। পাকিস্তান ৭ নম্বরে থেকে বিশ্ব তালিকায় নিজেদের অভিযান শেষ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাকে আট নম্বরে। ৯ দলের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের একেবারে শেষে থাকে বাংলাদেশ।

নতুন কোচের খোঁজ শুরু ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২০ মার্চ ঃ স্টিভন কনস্ট্যানটাইন ব্যর্থ। সামনের মরশুমে যে তিনি ইস্টবেঙ্গল কোচ থাকছেন না, তা প্রায় নিশ্চিত। তা হলে এ বার কে বসবেন দলের হটসিটে? দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন জোসেপ গোম্বাউ। লিওনেল মেসির প্রাক্তন ক্লাব বার্সিলোনার যুব দলের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। আইএসএলেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে জোসেপের। ওড়িশা এফসির কোচ ছিলেন তিনি। এ বারের প্রতিযোগিতা শেষে দায়িত্ব ছেড়েছেন তিনি। প্রথম দু'বার নজর কাড়তে না পেরে এই মরশুমের আগে ভারতের প্রাক্তন কোচ কনস্ট্যানটাইনকে কোচ হিসাবে এনেছিল ইস্টবেঙ্গল। তাতে অবশ্য পরিস্থিতি বদলায়নি। এ বারও নবম স্থানে শেষ করেছে দল। এই পরিস্থিতিতে কোচের উপর যে খাঁড়া নেমে আসবে, তা ময়দানের বহু পরিচিত ছবি। তবে সুপার কাপেও হয়তো কনস্ট্যানটাইনই দলের দায়িত্বে থাকবেন। তার পরে বিদায় নিতে হতে পারে তাঁকে। লাল-হলুদ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই নাকি জোসেপের সঙ্গে বেশ কয়েক বার কথা বলেছেন কর্তারা। কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। ভারতে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা থাকায় জোসেপকেই দায়িত্ব দিতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে তিনিই বসতে পারেন লাল-হলুদ ডাগআউটে। স্পেনের আমপোস্টায় জন্ম জোসেপের। সেই শহরের ক্লাবেই খেলেছেন তিনি। খেলোয়াড় জীবনে গোলরক্ষক জোসেপের কোচিং কেরিয়ার দীর্ঘ। ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বার্সার যুব দলের দায়িত্ব সামলেছেন জোসেপ। সেই সময় মেসি ছিলেন বার্সার যুব দলে। ২০১৮ সালে ওড়িশা এফসির কোচ হয়ে ভারতে আসেন তিনি। ২০২০ সাল পর্যন্ত সেই দলের কোচ ছিলেন জোসেপ। আবার ২০২২-২৩ মরশুমে ওড়িশার দায়িত্ব নেন তিনি। জোসেপের কোচিংয়ে প্রথম দু'বার যথাক্রমে অষ্টম ও ষষ্ঠ স্থানে শেষ করে ওড়িশা। এ বারও তারা ষষ্ঠ স্থানে শেষ করে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করে। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলাতে পছন্দ করেন জোসেপ। তাই পরের মরশুমে তাঁকেই দায়িত্ব দিতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ হল শ্রীলঙ্কা

ওয়েলিংটন, ২০ মার্চ ঃ ব্যাটিং-বোলিং অলরাউন্ড নৈপুন্যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করল আয়োজক নিউজিল্যান্ড। সোমবার সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৫৮ রানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। এই নিয়ে ষষ্ঠবার শ্রীলঙ্কাকে ইনিংস ব্যবধানে হারালো নিউজিল্যান্ড। প্রথম টেস্ট ২ উইকেটে জিতেছিলো কিউইরা। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতলো সাউদি-উইলিয়ামসনরা। ২০১২ সাল থেকে শ্রীলঙ্কার কাছে টেস্ট সিরিজ না হারার রেকর্ড ধরে রাখলো নিউজিল্যান্ড। এসময় ৭টি টেস্ট সিরিজের মধ্যে ৫টিতে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। ২টি সিরিজ ড্র হয়। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ৪ উইকেটে ৫৮০ রানে ইনিংস ঘোষনার জবাবে ১৬৪ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে ৪১৬ রানে পিছিয়ে ফলো-অনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে তৃতীয় দিন শেষে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছিলো শ্রীলঙ্কা। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে ৩০৩ রানে পিছিয়ে ছিলো তারা। ইনিংস হার এড়াতে ৩০৩ রান করতে হতো লঙ্কানদের। শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিস ৫০ ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ ১ রান নিয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেন। দিনের প্রথম ওভারের শেষ বলে মেন্ডিসকে ৫০ রানেই থামান পেসার ম্যাট হেনরি। কিছুক্ষণবাদে ২ রানে বিদায় নেন ৪৪ বল খেলা ম্যাথিউজও। দিনের শুরুতে ৩ রানের ব্যবধানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। এই অবস্থায় পঞ্চম উইকেটে ১২৬ রানের জুটি গড়ে দলকে লড়াইয়ে ফেরান দিনেশ চান্ডিমাল ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। ৬২ রান করার চান্ডিমালকে আউট করে নিউজিল্যান্ডকে ব্রেক থ্রু এনে দেন মিডিয়াম পেসার ব্লেয়ার টিকনার। ষষ্ঠ উইকেটে উইকেটরক্ষক নিশান মাধুশকাকে নিয়ে আবারও বড় জুটির চেষ্টা করেন ডি সিলভা। জুটিতে ৭৬ রান যোগ করে টিকনারের তৃতীয় শিকার হয়ে ৩৯ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন মাধুশকা। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সেঞ্চুরির পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ডি সিলভা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ২ রান দূরে থাকতে স্পিনার ডগ ব্রেসওয়েলের শিকার হন ডি সিলভা। ১৮৫ বল খেলে ১২টি চার ও ১টি ছক্কায় ৯৮ রান করেন ডি সিলভা। দলীয় ৩১৮ রানে সপ্তম ব্যাটার হিসেবে ডি সিলভার আউটের পর শেষ ৩ উইকেটে বেশি দূর যেতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ৩৫৮ রানে অলআউট হয় লঙ্কানরা। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টিম সাউদি ও টিকনার ৩টি করে উইকেট নেন। ২ উইকেট নেন ব্রেসওয়েল। প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ২০০ রান করায় ম্যাচ সেরা হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের হেনরি নিকোলস। সিরিজে ৩৩৭ রান করে সেরা খেলোয়াড় হন কিউই ব্যাটার কেন উইলিয়ামসন। আগামী ২৫ মার্চ থেকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু করবে নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এটিই ছিলো শেষ সিরিজ। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল হিসেবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615